NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ দিল্লি নির্বাচন: 'কংগ্রেস 'মরে'-ও প্রমাণ করল, সে এখনও 'মরে'-নি'

শীতের শেষে অন্যতম সেরা গন্তব্য ওড়িশার গোপালপুর ৮

কলকাতা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ২৯ মাঘ ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৪২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.02.2025, Vol.18, Issue No. 242 8 Pages, Price 3.00

মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে নবরূপে ত্রিবেণী সঙ্গম

স্নানের আগে মহাকুম্ভে নয়া ট্র্যাফিক নীতি

প্রয়াগরাজ, ১১ ফেব্রুয়ারি: মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসেছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। ভিড় সামাল দিতে নানা স্তরে রদবদল আনা হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রশাসনিক স্তরে 'অব্যবস্থা' নিয়ে প্রশ্ন ওঠা থামেনি। সোমবারও প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থেকেছেন পুণ্যার্থীরা। আজ আবার মাঘী পূর্ণিমা তিথি রয়েছে। সেই আবহেই জনসমুদ্র সামাল দিতে জারি হল ভিড় এবং ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের নতুন নির্দেশিকা।

আজ মাঘী পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানের আশায় জড়ো হবেন বহু পুণ্যার্থী। তাই আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। ভিড় সামাল দিতে মেলাপ্রাঙ্গণে গাড়ি প্রবেশের উপর জারি হয়েছে কড়া নিষেধাজ্ঞা। মঙ্গলবার ভোর ৪টে থেকেই মেলাপ্রাঙ্গণে গাড়ি প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিকেল ৫টা থেকে গোটা শহরেই গাড়ি প্রবেশের উপর কড়াকড়ি আরোপ করা হবে। বিভিন্ন রুট দিয়ে আসা গাড়িগুলির জন্য আলাদা আলাদা পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরের বাইরে থেকে সড়কপথে আসা পুণ্যার্থীদের সকলকেই ওই নির্ধারিত স্থানে যানবাহন পার্ক করতে হবে। বুধবার যতক্ষণ না পুণ্যার্থীরা নির্বিঘ্নে মেলাপ্রাঙ্গণ ছাড়ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যানবাহনের উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। এমনটাই জানানো হয়েছে নয়া নির্দেশিকায়। তবে জরুরি পরিষেবাগুলিকে এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় রাখা হয়নি। তা ছাড়া, বিশেষ পরিস্থিতিতে পুণ্যার্থীরাও এই ছাড় পাবেন।

মাঘী পূর্ণিমা তিথির প্রস্তুতি নিয়ে সোমবার রাতেই বিভিন্ন জেলার পুলিশ এবং নাগরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ওই বৈঠকের পরেই জারি করা হয়েছে নতুন নির্দেশিকা। বৈঠকে শহর জুড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি যানবাহন সুষ্ঠু ভাবে পার্ক করার মতো পরিকাঠামো তৈরিতে জোর দেওয়া হয়েছে। রাস্তায় যাতে কোনও ভাবেই যানজট না তৈরি হয়, সে দিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

গত ২৯ জানুয়ারি গভীর রাতে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৩০ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়। সে দিন রাতেই প্রয়াগরাজ, বারাণসী, অযোধ্যা, মির্জাপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার সিনিয়র পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে ভিডিয়ো বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ওই বৈঠকের পরেও বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, মেলাপ্রাঙ্গণে কোনও রকমের যানবাহন প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হবে না। বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল ভিভিআইপি পাসও। মেলা এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছিল। যদিও তার পরেও একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে কুম্ভে। কখনও হটএয়ার বেলুন ফেটে আহত হয়েছেন পুণ্যার্থীরা, কখনও আবার আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছে একের পর এক তাঁবু। সোমবার প্রায় ৩০০ কিলোমিটার লম্বা যানজটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থেকেছেন অগণিত পুণ্যার্থী। শুধু ছোট, বড় যাত্রিবাহী গাড়িই নয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে পণ্যবাহী লরি, ট্রাক, এমনকি অ্যাম্বুল্যান্সকেও।

পুণ্যস্নানের আশা ছেড়ে দিয়ে অনেকেই ফিরতি পথ ধরেছেন। তাই মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যস্নানের প্রাক্কালে জনসমুদ্র সামাল দিতে আরও সতর্ক হল প্রশাসন।

'তিক্ততা' ভুলে বাংলার বিধানসভায় ভাষণ দিতে চান ধনখড়

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এসে বক্তব্য রাখার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দূত পাঠিয়ে তিনি নিজের আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। তবে নিজের নয় রাজ্যের লিখে দেওয়া ভাষণই পাঠ করতে চান বলে উপরাষ্ট্রপতি চিঠিতে জানিয়েছেন বলে খবর বিধানসভা সূত্রে। উপরাষ্ট্রপতির এই প্রস্তাবিত সফরকে স্বাগত জানিয়ে অধ্যক্ষ বলেন, এই ঘটনা অভূতপূর্ব। ইতিপূর্বে দেশের কোনও উপরাষ্ট্রপতি কোনও বিধানসভায় এসে বক্তব্য রাখেননি। তবে বাজেট অধিবেশনে উপরাষ্ট্রপতিকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়ার আইনি সংস্থান নেই। তাই বিশেষ অধিবেশন ডেকে উপরাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে খবর, উপরাষ্ট্রপতির ইচ্ছাকে মান্যতা দিতে প্রথম দফার বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়ার পর বিশেষ

অধিবেশন ডাকা হতে পারে। সেই অধিবেশনেই দেশের উপ-রাষ্ট্রপতিকে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি, এই সংক্রান্ত বিষয়ে আগামীকাল অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি জরুরী ভিত্তিতে বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইসরি (বিএ) কমিটির বৈঠক ডেকেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়। এরপরই, উপ-রাষ্ট্রপতির দূতকে দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে বিধানসভার অধ্যক্ষের অফিস থেকে।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলার রাজ্যপালের দায়িত্ব সামলেছিলেন জগদীপ ধনখড়। বাংলার রাজ্যপাল থাকাকালীন বারবার রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। তৃতীয় বার বাংলায় তৃণমূল সরকার গঠনের পর প্রথম বিধানসভা অধিবেশনে ভাষণ রাখেন তৎকালীন বাংলার রাজ্যপাল বর্তমানে দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। সেই সময় বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের সমালোচনাও করেছিলেন ধনখড়। যদিও এখন সেই সব 'তিক্ততা' পিছনে ফেলে ফের এই রাজ্যের বিধানসভায় এসে ভাষণ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন ধনখড়।

বর্তমান সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের রাজ্য বাজেট পেশ করা হবে আজ। বিকেল চারটেয় বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে বর্তমান সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেটকে কেন্দ্র করে সব মহলের কৌতূহল তুঙ্গে। বাজেট পেশের আগে রাজ্য সরকারের বাজেটের অভিমুখ ব্যাখ্যা করেন বিধানসভার পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাঁদের সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষজনকে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভরকরে তোলা যায়। আসলে আর্থিকভাবে যারা সবচেয়ে পিছিয়ে তাঁদের উন্নতি না করতে পারলে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

শোভনদেব এও বলেন, শুধু সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশই নয়, ধীরে ধীরে ছাত্র, যুব, কর্মচারী, শ্রমিক, মহিলা-সহ সমাজের সর্বস্তরকেই উপকৃত করেছেন তিনি। প্রত্যাশিতভাবে এবারের বাজেটের অভিমুখও সেদিকেই থাকবে বলা যেতে পারে।

বাংলায় তৃণমূল সরকারের অন্যতম স্লোগান হল, 'এগিয়ে বাংলা'। শোভনদেব বলেন, 'এই এগিয়ে বাংলা শুধু স্লোগান নয়, আমাদের সরকারের উন্নয়নের প্রধান মন্ত্রও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা প্রতি মুহূর্তে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' নিজের দাবির সপক্ষে প্রবীণ মন্ত্রীর দাবি, ২০১১ সালের আগে কৃষিতে যা ছিল আমরা তার চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছি। এখন সারা দেশের নিরিখে বাংলায় কৃষকদের আয় সবচেয়ে বেশি।

মমতার বাজেট পেশের আগে খোঁচা নির্মলার

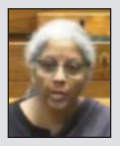

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি: নির্মলার বাজেট সোনার হরিণের মতোই মরীচিকা। কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রের বাজেট নিয়ে এ ভাষাতেই তোপ দেগেছিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী অভিষেকের এও দাবি ছিল, গোটা বাজেটই আসলে বিহারের নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে করা হয়েছে। বাজেট পেশের পর থেকে খোঁচা দিয়েই চলেছেন তৃণমূল নেতারা। এবার বাজেটের জবাবী বক্তৃতায় তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। 'বলা হয়েছে বাংলা বিরোধী বাজেট। তৃণমূল জনতা বিরোধী।' তীব্র আক্রমণ করে বসলেন নির্মলা। সংসদে বাংলার জন্য এবার বাজেটে রেলের বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখও করেন অর্থমন্ত্রী। নির্মলা দাবি করেন, অতীতের তুলনায় অনেক বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে এবার। বেশ কিছু তথ্যও তুলে ধরেন। খোঁচা দেন কেন্দ্রের বরাদ্দ হাতে নেওয়ার পর গুচ্ছ গুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ নিয়েও। নির্মলার সাফ কথা, বাংলায় কাজ নেই, শিল্প নেই, ভিশন নেই। ১৯৪৭ সালে গোটা দেশের শিল্পের মধ্যে ২৪ শতাংশ ছিল পশ্চিমবঙ্গের। যা এখন ৩.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলায় রোজগারের হার নিয়েও তোপ দাগেন। খোঁচা দিয়ে বলেন, 'বাংলায় মাথাপিছু রোজগারের হার গত কুড়ি বছর ধরে দেশের অন্যান্য রাজ্যের অনেক পিছনে ২৩তম স্থানে রয়েছে।'

প্যারিস সম্মেলনে নরেন্দ্র মোদি, স্বাগত জানালেন এআই প্রযুক্তিকে

মস্কো, ১১ ফেব্রুয়ারি: লাখ লাখ মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথা আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স (এইআই)। প্যারিসে এআই সম্মেলনে গিয়ে সেই কথাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু পাশাপাশি তার 'কুফল'-এর কথাও মনে করিয়ে দিলেন তিনি। তিনি জানালেন, এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে চাকরি হারাতে পারেন মানুষ। তবে তাঁর আশ্বাস, নতুন ধরনের চাকরিও তৈরি হবে।

সোমবার দু'দিনের সফরে ফ্রান্সে পৌঁছন মোদি। মঙ্গলবার এইআই সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। সেখানেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভাল-সহ খারাপ দিকগুলি তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, লাখ লাখ মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে এআই। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞান ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা যেতে পারে। তাঁর কথায়, 'এআই সেই পৃথিবী তৈরি করতে পারে, যেখানে সহজে এবং দ্রুতগতিতে উন্নয়ন করা সম্ভব।' তবে সাইবার সুরক্ষা, ভুয়ো তথ্য, 'ডিপ ফেক'-এর মতো বিষয়গুলি নিয়েও সাবধান করেছেন তিনি। তাঁর মতে, মানুষের স্বার্থেই শুধু এআই ব্যবহার করা দরকার। তার পরেই তিনি এআই-এর খারাপ দিকগুলি তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়, 'এআই-এর কারণে চাকরি হারানোর ভয় রয়েছে।' তার পরেই তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'ইতিহাসই দেখিয়েছে যে, প্রযুক্তির কারণে মানুষের চাকরি যায়নি কখনও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাকরির প্রকৃতি বদলে গিয়েছে। নতুন ধরনের চাকরি এসেছে।'

চাকরি হারানোর উদ্বেগ কী ভাবে নিরসন করা যায়, তার পথও বাতলে দিয়েছেন মোদি। তিনি জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে যখন এইআই-এর বাড়বাড়ন্ত থাকবে, সেই সময়ের জন্য মানুষকে উপযোগী করে তুলতে হবে। সেই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হবে। এর পরেই মোদি জানিয়েছেন, এআইয়ের জন্য 'সবুজ শক্তি'-র প্রয়োজন। আর এজন্য হাত মিলিয়েছে ভারত এবং ফ্রান্স। সূর্যের থেকে সেই শক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ভারতে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা-ও জানিয়েছেন মোদি। তিনি জানিয়েছেন, ভারতে ১৪০ কোটি মানুষের জন্য ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। খুব কম খরচে তাদের হাতের নাগালে এসেছে ইন্টারনেট। ভারতে অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই ডিজিট্যাল মাধ্যম। আর এটাই এ দেশে গড়ে দিয়েছে এআইয়ের ভিত্তি। তাঁর কথায়, 'ভারত সকলের জন্য এআই অভিযান শুরু করেছে। ডেটা প্রিভেসির ক্ষেত্রে ভারত এআই ব্যবহারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। মানুষের স্বার্থে এআইয়ের ক্রমাগত উন্নতি ঘটানো হচ্ছে এ দেশে।' ভারতে নানা ভাষা রয়েছে। বৈচিত্র্য রয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে এআইয়ের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ভবিষ্যতে এই গ্রহের প্রত্যেকটি মানুষ যাতে এআই দ্বারা উপকৃত হন, সেই চেষ্টাই করছে ভারত। তাঁর কথায়, 'এআই যুগের ভোরে রয়েছি আমরা। কিছু মানুষের মনে ভয় রয়েছে যে, যন্ত্র হয়তো মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাপিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ আসলে আমাদেরই হাতে। সেই কর্তব্যবোধই আমাদের পথ দেখাবে।'

আজই 'ঘরে' ফিরছেন প্রণব-পুত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল ছেড়ে ফের কংগ্রেসে ফিরতে চলেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। এই খবর সামনে আসতেই বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায় শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ২০২১ সালের ৫ জুলাই পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়দের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন অভিজিৎ। তারপর কেটেছে দীর্ঘ সময়। বঙ্গে রাজনীতিতেও বদলেছে অনেক সমীকরণ। বুধবার সেই যোগদান হতে চলেছে বলে খবর। দুপুর একটা নাগাদ বিধানভবনে কংগ্রেস নেতাদের হাত ধরে হাত শিবিরে যোগ দিতে চলেছেন অভিজিৎ। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী শুভঙ্কর সরকার, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক, বিধায়ক গুলাম আহমেদ মীর।

বিধায়কের ফোন চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার লবি থেকেই চুরি হয়ে গেল বিধায়কের মোবাইল। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের ফোন কার হাতে গেল! তা এখনও স্পষ্ট নয়। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। বাজেট অধিবেশন চলায় বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন সব বিধায়ক। কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থাও রয়েছে বিধানসভা চত্বরে। তার মধ্যে কীভাবে এমন একটি ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শেষ পর্যন্ত সেই ফোন ফিরে পেয়েছেন বিধায়ক।যদিও ফোন পরে এমএলএ হস্টেলে পাওয়া গিয়েছে বলে খবর। গোটা বিষয়টি নিয়েই ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন স্পিকার।

'ইভিএমের তথ্য মুছবেন না', কমিশনকে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনকে তাদের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতিতে ইভিএমের মেমরি চেকিং এবং পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার আবেদনের জবাব দিতে বলেছে। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে কমিশনের মতামত চেয়েছে। গত দু'দশকে ভারতে বিভিন্ন নির্বাচনের পরেই বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে (ইভিএম) কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল। তার উদাহরণ দিয়ে নির্বাচন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস' (এডিআর)-এর তরফে এভিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য নির্বাচন কমিশনকে পদক্ষেপের নির্দেশ দিতে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই মামলার শুনানিতে দুই বিচারপতির বেঞ্চ মঙ্গলবার কমিশনকে বলেছে, 'দয়া করে ডেটা (তথ্য) মুছে ফেলবেন না এবং পুনরায় লোড করবেন না। শুধু পরীক্ষা করতে দিন।' শুনানির সময় শুনানির সময়, এডিআরের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, 'আমরা চাইছি যে সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে নির্বাচন কমিশন যেন তাদের সাধারণ কার্যপ্রণালীর (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোটোকল) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ করে। আমরা চাই, কেউ সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারে কোনও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ হয়েছে কি না তা দেখার জন্য ইভিএমের সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার পরীক্ষা করা উচিত।' এডিআরের তরফে মঙ্গলবার, সাম্প্রতিক মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানার বিধানসভা ভোটে ইভিএমে কারচুপির অভিযোগের উদাহরণ দিয়ে জানানো হয়, প্রতিটি বিধানসভায় অন্তত ২০০টি ভিভিপ্যাট মেশিন থাকলেও ৫টির বেশি গণনা হয় না। তাদের মতে, ভিভিপ্যাট স্লিপ সংগ্রহ করে ব্যালট বাক্সে ফেলার সুযোগ দেওয়া উচিত ভোটারদের। জালিয়াতির সম্ভাবনা আটকাতে প্রতিটি ভিভিপ্যাট স্লিপ গণনা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন ইভিএমের 'মেমরি চেকিং' এবং পরীক্ষার (সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার) সুযোগ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১০/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৭ নং এফিডেভিট বলে Sujoy Saha S/o. Balai Saha ও Sujay Saha S/o. B. L. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৭/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫২ নং এফিডেভিট বলে Sudipta Kumar Pal S/o. Amar Krishna Pal ও Sudipta Pal S/o. A. K. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১১/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৩ নং এফিডেভিট বলে Himadri Sharma S/o. Jadulal Sharma ও Himadri Sharma S/o. J. L. Sharma সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১০/০২/২০২৫ S.D.E.M., চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে Tapan Malik S/o. Badal Malik ও Tapan Mallick S/o. Badal Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১১/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Arati Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Dilip Kumar Dey ও Lt. D. Kr. Dey উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME
I Raj Kumar Punam Chand Agarwal S/o Late Punam Chand Agarwal, residing at 106, K. C. S. Road, BL-B/8, 2nd FLR, FLAT - F, GANESH GARDEN HOWRAH-711102, have changed my name and shall henceforth be known as Rajkumar Agarwal as declared before the First Class Judicial Magistrate, Calcutta by Affidavit No. 1240 dated 10/02/2025. Rajkumar Punam Chand Agarwal and Rajkumar Agarwal both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, Binay Shroff, S/o, Late Binod Kumar Shroff, residing at 71/3, Canal Circular Road, Phoolbagan, Kolkata-700 054, shall henceforth be known as Binay Kumar Shroff as declared before the Notary Public, Govt. of India at Sealdah vide Affidavit No. 04AC982691 dated 10th Feb 2025. Binay Shroff and Binay Kumar Shroff are the same and one identical person.

নাম-পদবী
গত ০৯/১২/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjoy Lahiri ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gopal Chandra Lahiri ও G Lahiri উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
আমি প্রসেন জিৎ ঘোষ পিতা দেবনাথ ঘোষ, ১১-২-২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ থেকে দেবনাথ ঘোষ হইলো।

CHANGE OF NAME
I, MOUSUMI MONDAL, wife of Md Motaleb Mondal, Daughter of Esahaque Ali Mondal, Residing at N/5/8, Jessore Road, Near Masjid, Banamalipur, P.o. & P.s.- Barasat, Kolkata–700124.
That my father MD ESHAQUE ALI MONDAL (Old Name) and this name has been recorded in my Madhyamik Certificate.
That my father ESAHAQUE ALI MONDAL (New Name) and this name has been recorded in my Voter Card, being No. LLR2953941, PAN Card, being No. GXXPM7088G and also in my father's Voter Card, being No. LLR3104882 and Aadhaar Card, being No. 5390 4112 6848.
That my father MD ESHAQUE ALI MONDAL (Old Name) and ESAHAQUE ALI MONDAL (New Name) is the same and one identical person in the eye of Law as declared before the Ld. 2nd J.M. court at Barasat, Vide Affidavit on 10/02/2025, Serial No. 1073.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
জেলা হুগলী, মোকাম চন্দননগর, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
সন ২০২৩ সালের ৫২ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা
দরখাস্তকারী - শংকরী দাস দীং
এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, **রাজু বালা দাস ওরফে রাজবালা দাস,** স্বামী স্বর্গীয় পঞ্চানন দাস, সাং গোষা, পোঃ মুসাপুর, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, মহাশয়া গত ইংরাজীর ২০/১২/২০১০ তারিখে উল্লিখিত বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তাঁহা কর্তৃক গত ইংরাজী ১২/০২/২০১০ তারিখে দরখাস্তকারী দীগের পূর্বাধিকারী **তরনী কুমার দাস** এর অনুকূলে হরিপাল থানার অধীন ১২৮ নং জে এল ভুক্ত মৌজা পাঁড়রা সাকিমে সাবেক ও হাল ২১০৫ নম্বর দাগে শুনা জমি ১৲ ষোল আনায় ৫০ শতক মধ্যে এল আর জরিপে ৯৮৯ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত চারি আনা অংশে দাগের উত্তর প্রান্তে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট ১৩ শতক সম্পত্তি সংক্রান্ত সম্পাদিত এককেতা উইলের প্রবেট পাইবার জন্য তদ্ কর্তৃক নিযুক্তীয় এক্সিকিউটর অধুনামৃত **তরনীকুমার দাসের ওয়ারীশানগণ** তথা স্ত্রী **শংকরী দাস** ও পুত্র ত্রয় **জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস, মানবেন্দ্র দাস, তাপস দাস** সর্ব সাং- গোষা, পোঃ মুসাপুর, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী, অত্র আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন।
এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত আদালতে তাহা জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক একতরফা শুনানী হইবে ।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
আবুল কালাম শেখ (এ্যাডভোকেট)
চন্দননগর কোর্ট
আদেশানুসারে,
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
চন্দননগর, হুগলী ।

"আমমোক্তার নামা"
[illegible]
Prasad Kr. Dalui,
Advocate (Uluberia Court)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত চুঁচুড়া
Mat Suit - 129/22
দরখাস্তকারী: প্রিয়াঙ্কা আশ চ্যাটার্জী
প্রতিপক্ষ: দেবব্রত আশ
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত আদালতে দরখাস্তকারী বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা দাখিল করেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। এক্ষনে প্রতিপক্ষ **দেবব্রত আশ,** পিতা-মধুসুধন আশ, সাকিম-মহিন্দর, পো:-পর্বতপুর, থানা-জামালপুর, জেলা-বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৮, আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা সম্পর্কে যদি আপনার কোন প্রকার বক্তব্য বা আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরিলিখিত আদালতে স্বয়ং বা আইনজীবি মারফত হাজির হইয়া নিজ বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা আপনার বিরুদ্ধে এক তরফা শুনানী হইবে।
দরখাস্তকারী পক্ষে
তাপস ঘোষ (উকিলবাবু)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত চুঁচুড়া

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী কমল গায়েন, সাকিন বি/১৬/১, গঙ্গা নগর, মুকুন্দপুর, কলকাতা - ৭০০০৯৯ মেসার্স প্ল্যানেটেরিয়াম জোমস এলএলপি পক্ষে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১৬০১০১০২৮-২০১৭ সালের, বিক্রয় চুক্তি তাং ১২.০২.২০১০, ১৬.০৯.২০২৪ এবং দখলী পত্র তাং ২৬.১০.২০২৪ - ০২.০৯.২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অ্যাপার্টমেন্ট নং ১২বি, ১৩শতল, একটি ইউটিলিটি রুম নং এসকিউ-২ পরিমাণ আনুমানিক ৫২ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া) ১৩শতলে এবং একটি মাঝারি মাপের চলাচলকারী যাত্রী বাহন এর জন্য খোলা আকাশের নীচে পার্কিং স্পেস নং ওসিপি-১৩ সংশ্লিষ্ট বিল্ডিং কমপ্লেক্সে নাম কেমব্রিজ-মার্লিন রেসিডেন্সি-২, অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৪ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড এবং ২এ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, ওয়ার্ড নং ৮৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, ৫৩, সৈয়দ আলি এভিনিউ, পার্ক সার্কাস, কলকাতা ৭০০০১৯ থেকে ২৪, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড,কলকাতা ৭০০০৩৩ যাওয়ার পথে আনুমানিক বেলা ১২ টার সময় হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চারু মার্কেট থানায়, ২৮, ডি পি এস রোড,কলকাতা ৭০০০৩৩ একটি জেনারেল ডায়েরি ০৭.০২.২০২৫ তারিখে উল্লেখ্য জিডি নং ৪৮০ দায়ের করেছেন।
কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি বা উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
জয়দীপ মুখার্জি (অ্যাডভোকেট)
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা -৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা
১)শ্রী বলাই চন্দ্র পাল পিতা ৺গোপাল চন্দ্র পাল, **২)কানাই লাল পাল ওরফে কানাই চন্দ্র পাল, ৩)শ্রী জগবন্ধু পাল, ৪)শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র পাল,** ২-৪ সকলের পিতা ৺পরান চন্দ্র পাল, **৫)শ্রী প্রশান্ত পাল ওরফে প্রশান্ত কুমার পাল** পিতা ৺নারায়ন চন্দ্র পাল, **৬)শ্রীমত্যা বেলা পাল** স্বামী ৺নিমাই চন্দ্র পাল, **৭)শ্রী দীপঙ্কর পাল** পিতা ৺নিমাই চন্দ্র পাল, **৮)শ্রীমতী শম্পা পাল** স্বামী শ্রী কাশীনাথ পাল সাকিম কোঁয়ারপুর, মঙ্গলকোট, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১৩২, **৯)শ্রী শুভেন্দু পাল** পিতা ৺নিমাই চন্দ্র পাল, ১-৭ ও ৯নং এর সাকিম নাটাগড়, দিগড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, মহাশয়/মহাশয়াগন বিগত ইং 07/09/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5158/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী সুবল চন্দ্র পাল ওঃ সুবল পাল,** পিতা ৺গোপাল চন্দ্র পাল, সাকিম নাটাগড়, দিগড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইং 14/11/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9234/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী প্রসেনজীত বর্মন** পিতা শ্রী ভুবনেশ্বর বর্মন ও **২)শ্রীমতী সুস্মিতা বর্মন** স্বামী শ্রী প্রসেনজীত বর্মন সাকিম আব্দুলপুর, ডাকঘর দিগড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২ মহাশয়গণকে ০৩.২০ শতক বিক্রয় করি।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা নাটাগড়ি, 34 নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক তথা হাল এল.আর. 102 নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 1 একর 16 শতকের মধ্যে ক)হাল এল.আর. ১১৫২ নং খতিয়ানে ০.০০৪৬ অংশে ০.৫৪ শতক, খ)হাল এল.আর. ৬৮ নং খতিয়ানে ০.০০৪৬ অংশে ০.৫৩ শতক, গ)হাল এল.আর. ১৬৩/১ নং খতিয়ানে ০.০০৪৬ অংশে ০.৫৩ শতক, ঘ)হাল এল.আর. ৯৫/১ নং খতিয়ানে ০.০০৪৬ অংশে ০.৫৩ শতক, ঙ)হাল এল.আর. ৩০৬ নং খতিয়ানে ০.০০৪৬ অংশে ০.৫৩ শতক, চ)হাল এল.আর. ১১৪৯ নং খতিয়ানে ০.০০৪৬ অংশে ০.৫৪ শতক, একুনে একটি দাগের ৬টি খতিয়ানে ০.০২৭৬ অংশে ০.৩২০ শতক আমমোক্তারনামা বলে অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী প্রসেনজীত বর্মন** পিতা শ্রী ভুবনেশ্বর বর্মন ও **২)শ্রীমতী সুস্মিতা বর্মন** স্বামী শ্রী প্রসেনজীত বর্মন, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **শ্রী সুবল চন্দ্র পাল ওঃ সুবল পাল**(আমমোক্তার)

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ ই ফেব্রুয়ারি, ২৯ শে মাঘ, বুধ বার। মাঘী পূর্নিমা তিথি । জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র ও বিংশোত্তোরী বুধ র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র-শং।

কুম্ভ রাশি : আজ ।সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ মাঘী পূর্নিমা তিথি। কলিযুগাদ্যা। পার্বন শ্রাদ্ধ। চন্দ্রার্ঘ্য দান। শ্রী শ্রী প্রনবানন্দ স্বামী জী আবির্ভাব তিথি। আদি শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা পুজা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসার সম্ভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি আলিপুরের ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে ওই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। বৈঠকে সিনিয়র এবং জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি কথা বলবেন বলে জানা গেছে। ওই বৈঠকের নামকরণ করা হয়েছে, 'চিকিৎসার অপর নাম সেবা'। বৈঠকে আলোচনার জন্য চিকিৎসকদের অভিযোগ, পরামর্শ নথিভুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। এজন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা হাসপাতালে হাসপাতালে যাচ্ছেন। জেলার সরকারি হাসপাতাল কী সমস্যা, চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। বুধবার কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা হবে। এনআরএসের চিকিৎসকদের সঙ্গেও ওইদিন আলোচনায় বসছে রাজ্য সরকার নিযুক্ত কমিটি। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে কোথায় কী সমস্যা, চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে নথিভুক্ত করবে কমিটি। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, দক্ষ রাজনীতিক। মমতা যেভাবে একদিকে কড়া শাস্তির হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন আবার অন্যদিকে অভাব-অভিযোগ শুনতে সরাসরি চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন, তাতে বিরোধীদের আন্দোলনের পরিসর অনেকখানি কমে গেল।

১৩ ফেব্রুয়ারি এমএসএমই লোন মহামেলার আয়োজন পিএনবি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: পিএনবি হোম লোন এক্সপোর অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে ১৩ ফেব্রুয়ারি এমএসএমই লোন মহামেলার আয়োজন করেছে। এই কর্মসূচি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সার্কেল অফিস হুগলি দ্বারা সংগঠিত হতে চলেছে। এই এমএসএমই ঋণ মেলায়, গ্রাহকদের পিএনবি প্রাইম প্লাস লোন, পিএনবি সম্পত্তি ঋণ, জিএসটি এক্সপ্রেস লোন, ট্রেড গ্রোথ লোন এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক ঋণ সহজ এবং আকর্ষণীয় সুদে দেওয়া হবে যাতে সারা দেশে এমএসএমই শিল্পের প্রচার করা যায়।

উল্লেখ্য, দুই দিনের হোম লোন এক্সপো পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সার্কেল অফিস হুগলি উত্তরপাড়া জয় কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে ৭ ও ৮ ই ফেব্রুয়ারি হুগলি সার্কেল হেড জিতেন্দ্র সোয়েনের সভাপতিত্বে আয়োজিত হয়েছিল। এদিন লেইস কেটে, প্রদীপ জ্বালিয়ে হুগলির এডিএম (উন্নয়ন) ড. অমিতেন্দু পাল ও বিশিষ্ট পর্বতারোহী সুশ্রী পিয়ালীবাসক এক্সপোর উদ্বোধন করেন। ড. অমিতেন্দু পল ব্যাঙ্ক আয়োজিত হোম লোন এক্সপোর প্রশংসা করে বলেন, 'এই ধরনের ইভেন্টগুলি জনসাধারণকে ব্যাঙ্কের কাছে পৌঁছানোর সুবিধা করে দেয়। ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার এই উদ্যোগ প্রশংসাযোগ্য।' বিশিষ্ট পর্বতারোহী মিসেস পিয়ালীবাসাক ব্যাঙ্কের প্রশংসা করে বলেন, 'পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের উচিত গ্রাহকদের হোম লোন এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কিং চাহিদা মেটাতে প্রতি বছর এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।'

ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত হোম লোন এক্সপোতে ৯টি আবাসন প্রকল্প, ৪টি কার ডিলার, ১টি সৌর প্রকল্প ডিলার এবং ১টি অভ্যন্তরীণ সজ্জিত ডিলার-সহ মোট ১৫টি ইনস্টল করা হয়েছে। এই এক্সপোকে ব্যাপকভাবে সফল করার জন্য, জিতেন্দ্র সোয়াইন, উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং বিভাগীয় প্রধান সমস্ত সম্মানিত অতিথি, সম্পত্তি ব্যবসায়ী, বিক্রেতা, সমস্ত অংশগ্রহণকারী এবং শাখা ব্যবস্থাপক এবং কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ের অ্যাসিস্টেন্ট জেলারেল ম্যানেজার নবীন গুপ্ত, কলকাতা জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আর. কৃষ্ণমূর্তি এবং অ্যাসিস্টেন্ট জেলারেল ম্যানেজার সুকন্যা ঘোষ দস্তিদার।

চলতি সপ্তাহে একইসঙ্গে চারটি ছুটি পাবে সরকারি কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর। চলতি সপ্তাহে এক সঙ্গে চারটি ছুটি পেতে চলেছেন সরকারি কর্মীরা। নবান্নের তরফে ১৩ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন বলে আগেই ছুটি ছিল রাজ্য সরকারের কর্মীদের। তারপর ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে শনিবার ও রবিবার থাকায় এমনি মিলবে ছুটি। একথায় বলা যায়, বৃহস্পতিবার থেকে টানা ৪ দিনের ছুটি পেতে চলেছেন সরকারি কর্মীরা। এই ছুটি নিয়ে মঙ্গলবার নবান্নের তরফে জারি হয়েছে বিজ্ঞপ্তি। সেখানে বলা হয়েছে, ১৩ ফেব্রুয়ারি শবেবরাতে ছুটি পাবেন সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা। ওই দিন বন্ধ থাকবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় -সহ সমস্ত সরকারি অফিস। সেইসঙ্গে শুক্রবার ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন বলে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে ছুটি।

উল্লেখ্য, সরকারের তরফে এরআগে শবে বরাত এবং পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন উপলক্ষে শুধুমাত্র ১৪ ফেব্রুয়ারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু পরে সামনে আসে ১৩ ফেব্রুয়ারি শবে বরাত। তাই আরও একটা অতিরিক্ত ছুটি পেতে চলেছেন রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা। একথায় বলা যায়, ফেব্রুয়ারি মাসে টানা চারদিন ছুটি পেতে চলেছেন সরকারি কর্মীরা।

নবান্নে মমতা-সৌরভ সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। বেশ কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে কথা হয়। বৈঠক নিয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছু না জানানো হলেও পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে সৌরভের প্রস্তাবিত শিল্পে বিনিয়োগ নিয়ে তাদের মধ্যে কথা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্য বাজেট অধিবেশনে মনমোহন সিংয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আনা এক শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনা হয়। শাসক ও বিরোধী পক্ষের একাধিক বিধায়ক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আলোচনার সূত্রপাত করে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় মনমোহন সিংকে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেন। তাঁর আমলে দেশের অর্থনৈতিক শ্রী বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে শোভনদেব বাবু বলেন, বামপন্থীরা সর্বস্তরে কাজের বিরোধিতা করলেও মনমোহন সিং তার নিজের চলার পথে অবিচল ছিলেন। ১০০ দিনের কাজ, তথ্যের অধিকার আইনের মত ইউ পিএ জমানার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প ও পদক্ষেপের কথাও তিনি স্মরণ করেন।

রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, ড. মনমোহন সিং নিজে একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি একাদারে ছিলেন দক্ষ অর্থনীতিবিদ অন্যদিকে রাজনীতিবিদ। তিনি দেশকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে রক্ষা করেছিলেন। বামপন্থীরা পদে পদে তাঁর কাজে বাধা দিয়েছে। আর্থিক সংস্কার নিয়ে গেল গেল রব তুলেছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও এনেছে। পরে অবশ্য সবাই এর সুফল বুঝতে পেরেছে। দেশ আজ যে মাথা তুল দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে মনমোহন সিংহের করা অর্থনৈতিক সংস্কারের বিরাট ভূমিকা আছে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি এমন মানুষ ছিলেন তাকে শ্রদ্ধা না অরে পারা যায় না।ধীর স্থির ধৈয্য দিয়ে সমালোচক দের জবাব দিয়েছেন। কিন্তু কোনো সময় কটু বাক্য প্রয়োগ করতে হয় নি। আমার সুযোগ হয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করার। তার জীবনযাত্রা কে অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে স্মরণ করছি। বিরোধী পক্ষের মুখ্য সচেতক, শঙ্কর ঘোষ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন মনমোহন সিং তার বিচক্ষণতা এবং অর্থনৈতিক প্রাগ্যতা কে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে সুস্থিত রেখেছিলেন। তার অর্থনৈতিক সংস্কার দেশকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সরল এবং অনারম্বর জীবন যাপন রাজনীতির জগতের সকলের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। সরকারপক্ষের দুই মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বিরোধী আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী প্রমুখও আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনার শেষের শোক প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে বিধানসভায় গৃহীত হয়। এছাড়াও এক পৃথক প্রস্তাবে ওস্তাদ জাকির হোসেন শ্যাম বেনেগাল রাজা মিত্র, সদ্যপ্রয়াত বিধায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শোক জ্ঞাপন করা হয়।

সরকারি হাসপাতাল থেকে নিরুদ্দেশ রোগী! চরম গাফিলতির ছবি হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের সরকারি হাসপাতালে করুন ছবি ফুটে উঠল হাওড়ায়। হাসপাতালে রোগীর নিরাপত্তা ও রোগীর উপর নজরদারি নিয়ে ফের বড় প্রশ্ন চিহ্ন উঠে গেল। কার্যত হাসপাতাল থেকেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল চিকিৎসাধীন রোগী। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নজরদারির নেই, এমনটাই অভিযোগ তুলল রোগীর পরিবারের সদস্যরা।

ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার। শারীরিক দুর্বলতা ও চলাফেরার সমস্যার অসুস্থতা নিয়ে হাওড়ার লিলুয়ার বাসিন্দা সঞ্জয় বিশ্বকর্মা (৪০) কে ভর্তি করা হয়েছিল বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকালে পরিবারের লোকজন হাসপাতাল গিয়ে রোগীকে খুঁজে না পেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে রোগীর সম্বন্ধে জানতে চায়। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরিবারকে কোনও সদুত্তর না দিতে পেরে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। এরপর পুলিশের খবর দিলেও এখনও পর্যন্ত কোনও খোঁজ মেলেনি রোগীর এমনটাই অভিযোগ পরিবারের। পাঁচ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে এখনও কোনও খোঁজ নেই রোগীর। নিখোঁজ রোগীর ভাই ও কন্যা এবিষয়ে সরাসরি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নজরদারী ও নিরাপত্তাহীনতাকেই দায়ী করছেন। রোগীর মেয়ে শ্রদ্ধা বিশ্বকর্মা অভিযোগ করে বলেন, তার বাবাকে রবিবার শারীরিক সমস্যার জন্য ভর্তি করা হয়। গতকাল রাত ১২টা অবধি তারা হাসপাতালের বাইরেই ছিলেন। এখানে রোগীর আত্মীয়দের রাতে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই, তাই তারা বাড়ি চলে যান। সকালে তাদেরকে জানান হয় হাসপাতাল আসতে, রোগীকে হাসপাতালে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি হাসপাতালের নিরাপত্তা কর্মীরাও সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতেন তাহলেও এই ঘটনা ঘটতো না। তিনি আরও বলেন হাসপাতাল থেকে পুলিশকে জানানো হয়েছে বলে বলা হলেও এখনও কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তারা থানাতে যাবেন এই বিষয়ে কথা বলতে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

গ্যালারি গোল্ডের প্রধান জয়িতা সেন, শুভঙ্কর সেন, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূষণ শুভপ্রসন্ন, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, শিপ্রা ভট্টাচার্য, সমীর আইচ স্ট্রোক অ্যান্ড স্ট্রাইকস পেইন্টিং প্রদর্শনীর ৯তম সংস্করণে উদীয়মান শিল্পীদের প্রচারের জন্য উদ্বোধন করেন।

মাধ্যমিক চলাকালীন তারস্বরে মাইক, 'তৃণমূলের সংস্কৃতি' কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিকের পরীক্ষা চলাকালীন মাইক বাজিয়ে যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের রক্তদান শিবির করার অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকের কেশবপুরে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ১৮৪ নম্বর বুথের উদ্যোগে যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। ওই মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাওড়া জেলা সদরের যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কৈলাস মিশ্রের ছবি টাঙানো ছিল। গোটা এলাকা তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়। যদিও তার আগেই একাধিক মাইকে রক্তদান শিবির নিয়ে ঘোষণা চলতে থাকে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রুদ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পঞ্চায়েত প্রধান অঞ্জন ঘুকুকে মাইক চালানোর জন্য মঞ্চ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা চাইতে দেখা যায়। যদিও পরবর্তীতে এই নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি দাবি করেন মাইক লাগানো ছিল কিন্তু চালানো হয়নি। যদিও অনুষ্ঠানের সময় মাইক বাজতে দেখা গেছে। সেই ছবি ক্যামেরাবন্দিও হয়। অনুষ্ঠান চলাকালীন ওই এলাকায় কোনও পুলিশ কর্মীকে আশেপাশে দেখা যায়নি। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে মাইক বাজানোর জন্য তৃণমূলের কঠোর সমালোচনা করে স্থানীয় বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, 'রক্ষকই আজ ভক্ষকে পরিণত হয়েছে। এটা তৃণমূলের সংস্কৃতি। প্রশাসন নির্বাক দর্শক হয়ে আছে।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২৯ মাঘ, বুধবার

মুখ্যমন্ত্রী নিজের দেওয়া কথা রাখেন না: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালের মে মাস। ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার খাদিকুল গ্রাম। বেআইনি বাজি বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল ১১ জন গ্রামবাসীর। এরপর গত শুক্রবার সেই স্মৃতি উসকে দেয় নদিয়ার কল্যাণীতে বাজি বিস্ফোরণে চারজনের মৃত্যুর ঘটনা। মঙ্গলবার কল্যাণীর এই বাজি কারখানার বিস্ফোরণে এনআইএ তদন্তের দাবি জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নদীয়ার কল্যাণীর রথতলা বাজি বিস্ফোরণকাণ্ডে ঘটনাস্থলে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায়, হরিণ ঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার, চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ-সহ একাধিক বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা দু লক্ষ এক হাজার টাকা দেন মৃতদের পরিবারকে। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, রাজ্য সরকারের উচিত ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মৃতের পরিবার পিছু আর্থিক সহযোগিতা করা।

এরপর এ বিষয়েই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব তথা মুখ্যমন্ত্রীর বর্তমান মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেন, 'এগরার বিস্ফোরণের পর মুখ্যমন্ত্রী এবং তৎকালীন মুখ্যসচিব বাজি কারখানা নিয়ে অনেক প্রতিশ্রুতির কথা শুনিয়েছিলেন। আসলে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য যে সে সময় ওই সব প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়েছিল, তা তো কল্যাণীর ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। স্পষ্ট হল, মুখ্যমন্ত্রী নিজের দেওয়া কথা রাখেন না।'

একই সঙ্গে বিরোধী দলনেতা এ

প্রসঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, বাজি কারখানার বিরোধিতা কেউ করছে না। কিন্তু এটা যে বাজি কারখানা সেটা কে প্রমাণ করবে? রানাঘাটের পুলিশ সুপার নিজে বলছেন, কল্যাণীর ওই বাজি কারখানার কোনও লাইসেন্স ছিল না। বিরোধী দলনেতা বলেন, আসলে বাজি কারখানার ক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা রয়েছে। আদালতের তরফেও কিছু গাইড লাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি মেনে বাজি কারখানা করলে তো কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ, এই শিল্পের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়িয়ে। কিন্তু সরকার তাদের জন্য ন্যূনতম সুরক্ষার ব্যবস্থা করছে না বলেই বারে বারে এমন বেআইনি বাজি কারখানা গজিয়ে উঠছে আর বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। কল্যাণীর বিস্ফোরণ কাণ্ডে ইতিমধ্যে কারখানার মালিক খোকন বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। খোকনের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করতে শুরু করেছেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা। যদিও এ ব্যাপারে শুভেন্দুর চ্যালেঞ্জ, 'খোকন বিশ্বাস তৃণমূলের লোক বলেই এভাবে বেআইনি বাজির ব্যবসা চালু করতে পেরেছিল। এখন ফেঁসে গিয়ে ওর দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন নেতারা। আপনার বলুন না, খোকনের সঙ্গে কতজন তৃণমূল নেতার ছবি দেখতে চান? আমি দেব!'

আদালতে সুজয়কৃষ্ণ, কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষ আদালতে এলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। এর আগে পাঁচ বার তলব করা হয়েছে সুজয়কৃষ্ণকে। প্রতিবারেই হাজিরা দিতে টালবাহানা করেন তিনি। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচারকের উপস্থিতিতে এদিন তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চায় সিবিআই। এর আগে আদালতে 'কাকু'কে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিলেও অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বিচারকের ডাকে সাড়া দেননি তিনি। ফলে তদন্ত চলে স্লথ গতিতে। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকুর' কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের যেদিনই 'ডেট' থাকে, সেইদিনই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। বেশ কয়েকদিন ধরে এইভাবেই চলছিল কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর। কোনও ভাবেই তাঁর গলার নমুনা সংগ্রহ করতে পারছিলেন না কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। 'সুজয়কৃষ্ণের এই হাজিরা ও কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের উপরই অনেকাংশে দাঁড়িয়ে আছে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত। জানা

গিয়েছে, মঙ্গলবার সিবিআই তরফে সংগ্রহ করা হবে এই নমুনা। সেই জন্যই সশরীরে আদালতে হাজির হয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। এরপর শুরু হবে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া। তারপর সেই নমুনার সঙ্গে তাদের কাছে থাকা নমুনাগুলি মিলিয়ে দেখবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সিবিআইয়ের আগে একই ঝক্কি পোহাতে হয়েছিল ইডিকেও। 'কাকু'র কণ্ঠস্বর সংগ্রহ করতে রীতিমতো কাল-ঘাম ছুটে গিয়েছিল তাদের। বারংবার অসুস্থতাকে 'ঢাল' করে আদালতে হাজিরা দেননি সুজয়কৃষ্ণ। সম্প্রতি, সেই ইডির মামলাতেই জামিন পেয়েছেন তিনি। বারংবার অসুস্থতা। মাঝে জেলযাত্রার একটা পর্ব কেটেছে এসএসকেএম। তারপর অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির মামলা থেকে রেহাই পান সুজয়কৃষ্ণ। তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে সুজয়কৃষ্ণকে শর্তসাপেক্ষ জামিন দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। তবে হয়নি জেলমুক্তি। পাশাপাশি, পাসপোর্ট জমা রাখা, ট্রায়াল কোর্টে হাজিরা ও মোবাইল নম্বর একই রাখা-সহ একাধিক শর্ত আরোপ করা হয় তাঁর উপর।

আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় উষ্মা প্রকাশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। সন্দীপ-সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। আরজি করের এই আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এবার উষ্মা প্রকাশ করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টকে। একইসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, একজন অধ্যক্ষের আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ গুরুতর। অভিযুক্তদের দ্রুত অভিযোগমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'সন্দীপ ঘোষ-সহ বাকিদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তা অত্যন্ত গুরুতর।' এদিন মামলার শুনানিতে আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এও বলেন, 'এই ধরনের দুর্নীতি হয়ে থাকলে প্রশাসনের অভ্যন্তরে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে। এই

ধরনের দুর্নীতি স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং প্রশাসনকে দূষিত করে।' শুধু তাই নয়, এই ধরনের মামলায় কেন দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা দরকার, তাও এদিন জানান বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি। পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'এই ধরনের ক্ষেত্রে আইন মেনে দ্রুত বিচার সংগঠিত করতে পারলে সাধারণ মানুষের মনে বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা বাড়ে।'

আদালত সূত্রে এ খবরও মিলেছে, এদিন মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'যদি কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ ওঠে, তাহলে দ্রুত তাঁর অভিযোগমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।' এরপরই বিচারপতি এরই প্রেক্ষিতে নির্দেশ দেন, বুধবারের মধ্যে সমস্ত নথির স্ক্যান করা কপি অভিযুক্তদের দেবে সিবিআই। সেই নথি যাচাই করে নিম্ন আদালতে নিজেদের বক্তব্য জানাতে পারবেন অভিযুক্তরা। এদিন সন্দীপের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য বিচারপতিকে অনুরোধ করেন, দুর্নীতি সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ যেন বাদ দেওয়া হয়। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বক্তব্য, দুটি বিষয়ে আদালত সতর্ক। প্রথমত, সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে দ্রুত তাঁকে অভিযোগমুক্ত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক অভিযুক্তকেই তাঁর বক্তব্য পেশ করতে দিতে হবে। আগামী মঙ্গলবার হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

অশোকা হল স্কুলে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগুন লাগল দক্ষিণ কলকাতার স্কুলে। পাম অ্যাভিনিউয়ের অশোকা হল থেকে হঠাৎই কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। তবে স্কুল বন্ধ থাকায় কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলেই জানাচ্ছেন দমকলকর্মীরা।

মঙ্গলবার ওই স্কুলে চলছিল মেরামতির কাজ। কোনও ক্লাস চলছিল না। আচমকাই আগুন লেগে যায়। দমকলকর্মীরা প্রাথমিক অনুমান, মেরামতির কাজ চলার সময় এসি থেকেই আগুন লেগে যায়। তার জেরেই ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা স্কুল চত্বর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এদিন স্কুল চললে বিপদ হতে পারতো বলেই মনে করছেন অনেকেই। কলকাতায় এই নিয়ে পরপর তিনদিনে তিন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। গত রবিবার নারকেলডাঙায় আগুনের পুড়ে গোটা ঝুপড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফের একই ছবি দেখা যায় শহরে। সোমবার সন্ধ্যায় আগুন লেগে যায় তারাতলার একটি ঝুপড়িতে।

চিকিৎসক-স্বাস্থ্য কর্মী-নার্সদের জন্য কড়া পদক্ষেপ এনআরএস-এ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসক-স্বাস্থ্য কর্মী-নার্সদের ক্ষেত্রে এবার কড়া পদক্ষেপ এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এবার থেকে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে বিনামূল্যে ওয়াইফাই আর ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ, অন ডিউটি থাকাকালীন চিকিৎসক-নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা এবার থেকে বিনামূল্যে আর সরকারি হাসপাতালের এই 'ফ্রি' ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন না।

এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে খবর, নতুন করে ইন্টারনেট

বসানো হচ্ছে। সরকারি সেই ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিনামূল্যে ওয়াইফাই-এর সুবিধা ব্যবহার করা যাবে না। যে সংস্থা এই ওয়াইফাই লাগানোর কাজ করছে, তাদের লিখিত আকারে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। জানা যাচ্ছে, কিছু সাইট বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইন্টারনেট শুধু ব্যবহার করা হবে প্রশাসনিক ও শিক্ষামূলক কাজে। এদিকে এর পাশাপাশি ইতিমধ্যে হাসপাতাল চত্বরের মধ্যে ব্লক করা হয়েছে ফেসবুক-ইউটিউব-ইনস্টাগ্রাম সহ সবরকম সোশ্যাল মিডিয়া। তবে খোলা রয়েছে হোয়াটস অ্যাপ, জিমেইল। ব্লক করা হয়েছে সব রকম বাণিজ্যিক ওয়েবসাইট। এছাড়াও বন্ধ করা হয়েছে নেটফ্লিক্স, আমাজন প্রাইম, হটস্টার। ব্লক করা হয়েছে ফুড ডেলিভারি অ্যাপ যেমন সুইগি-জ্যোমাটো সহ একাধিক।

হালিশহরে নিখোঁজ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ রবিবার সন্ধের পর থেকে নিখোঁজ ওই পরীক্ষার্থী। হালিশহর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাগদি পাড়া লেনের মনসাতলার বাসিন্দা অর্কদ্যুতি সরকার। এবছর তাঁর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওর আর পরীক্ষা দেওয়া হল না। হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপিঠের ছাত্র অর্কদ্যুতি। ওর সিট পড়েছিল বাগমোড় মল্লিকবাগ হাই স্কুলে। জানা গিয়েছে, বাড়ির সন্নিকটে মনসাতলা মোড়ে জেরক্স করার নাম করে রবিবার সন্ধে সাতটা নাগাদ বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে সে বেরোয়। কিন্তু সেদিন জেরক্স করার পর আর সে বাড়ি ফেরেনি। চারদিকে খোঁজ চালিয়ে না ফেরায় পরিবারের তরফে ওইদিন রাতে হালিশহর থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়। যদিও এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, বাড়ির রাস্তায় না ঢুকে নিজের স্কুলে যাবার রাস্তার

দিকে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে ওই পরীক্ষার্থী। মেধাবী পড়ুয়ার এখনও কোনও খোঁজ না মেলায় দুশ্চিন্তায় তাঁর পরিবার। অর্কদ্যুতির দিদি অনিরিহা দাস জানান, ভাই পড়াশোনায় খুব মেধাবী। ভাই খুব ভালো প্রস্তুতি নিয়েছিল। পরীক্ষা শুরুর আগের দিন সন্ধে সাতটা নাগাদ মায়ের কাছ থেকে ভাই দশ টাকা নিয়েছিল জেরক্স করার জন্য। কিন্তু ভাই আর বাড়ি ফেরেনি। জেরক্সের দোকানে গিয়ে জানতে পারি, ভাই খাতায় লেখা দুটো পাতা জেরক্স করেছিল। জেরক্স করে ভাই বাড়ির দিকে না এসে, কেন ওর স্কুলের দিকে গেল, তা বুঝে উঠতে পারছেন না দিদি অনিরিহা। অর্কদ্যুতির বাবা অমল সরকার বলেন, ছেলে পড়াশুনায় খুব মেধাবী। পরীক্ষার জন্য ছেলে খুব ভালো প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষায় বসতে পারলো না। তাঁর ধারণা, জেরক্স করে ছেলে সেটা কাউকে দিতে গিয়েছিল। সেখানে হয়তো আটকে রাখা হয়েছে। আবার ছেলে ভালো রেজাল্ট করতে পারে। সেই হিংসায় হয়তো কেউ ওকে আটকে রাখতে পারে। মাথায় এখন অনেক কিছুই ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে ছেলে সুস্থ অবস্থায় যাতে বাড়ি ফিরে আসে, সেটাই চাইছেন সরকার পরিবার।

'বেকার মেলা' করে প্রতিবাদ টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিবাদের নয়া ভাষা ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের। বইমেলা শেষ হতে না হতেই সল্টলেকে এবার প্রতিবাদের মেলা। এ মেলা চাকরিপ্রার্থীদের 'বেকার মেলা'। দিনভর তা নিয়েই সরগরম কলকাতার রাজনৈতিক মহল। পক্ষে বিপক্ষে উঠে আসছে নানা মত। এই মেলাতে মূলত ভিড় জমান ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। শূন্যপদে নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউয়ের নোটিশের দাবিতে ইতিমধ্যেই সোচ্চার হন তাঁরা। রাজ্য স্তায় চলে স্লোগানিং। এবার তাঁরাই আয়োজন করে ফেললেন অভিনব 'বেকার মেলার'। আর এই মেলাতে কাউকে দেখা গেল চপ ভাজতে তো আবার কেউ বিক্রি করলেন চা, বা বিক্রি করলেন পাঁপড়, কেউ বা ছোলা-মুড়ি।

বিকাশ ভবন সংলগ্ন ইন্দিরা ভবনের সামনে এভাবেই চলে চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থান-বিক্ষোভ। যার নাম দেওয়া হয় বাংলার বেকার দের মেলা। চাকরিপ্রার্থীরা জানাচ্ছেন, সাড়ে এগারোটা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলবে তাঁদের এই কর্মসূচি। ক্ষোভ উগরে দিয়েই এক চাকরিপ্রার্থী জানান, 'আমরা ২০২২ সাল থেকে টেট পাশ করে বসে আছি। কিন্তু, চাকরি নেই। মুখ্যমন্ত্রী চপ শিল্পের কথা বলেছিলেন। তাই আমরা আজ চপ ভাজছি।' একইসুর আরও বিক্ষোভকারীর গলায়। তিনি জানান, 'আমরা বলিনি আমাদের নিয়োগপত্র দেওয়া হোক। আমরা শুধু একটা সুযোগ চেয়েছি।' এই একই হতাশার সুর প্রায় সবার গলাতেই। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই বক্তব্য, 'দিদিকে বলছি এভাবে আর সম্ভব নয়। শিক্ষা দপ্তর খোলা রাখার কী দরকার? বন্ধ করে দেওয়া হোক। শিক্ষা দপ্তর তো মানুষের জন্য। কিন্তু, মানুষের যদি কল্যাণ না হয় তাহলে বন্ধ করে দেওয়া হোক।'

মাধ্যমিকের দ্বিতীয় দিনেও বাতিল ৬ জনের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিকের দ্বিতীয় দিনেও পরীক্ষা বাতিলের ধারা অব্যাহত। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে খবর, মাধ্যমিকের দ্বিতীয় দিনেও ৬ জন পড়ুয়ার পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে আসার জেরে পরীক্ষা বাতিল। এর মধ্যে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপেখোরের নন্দঝোর তপসিলি আদর্শ বিদ্যাপীঠ পরীক্ষাকেন্দ্রের ৪ জন ছাত্র মোবাইল ফোনে প্রশ্নের ছবি তুলে কোচিং সেন্টারের শিক্ষকের কাছে পাঠায় বলেই জানা গিয়েছে। পাঠানো প্রশ্নের উত্তরও আসে ফোনে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে মাধ্যমিকের মোট ৯ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করল পর্ষদ।

প্রসঙ্গত, মাধ্যমিকের প্রথম দিনেই দুই পড়ুয়ার পরীক্ষা বাতিল করে পর্ষদ। আলিপুরদুয়ারের এক পরীক্ষার্থী মোবাইল-সহ ধরা পড়ায়

তার পরীক্ষাও বাতিল করা হয়। অন্যদিকে, হাওড়ার বালিতে আরও এক পরীক্ষার্থী স্মার্ট-ওয়াচ নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ধরা পড়ায় পরীক্ষা বাতিল করে পর্ষদ। পরীক্ষা শুরুর ১ ঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়ায়, এই দুই পড়ুয়ার চলতি বছরের সব পরীক্ষাই বাতিল করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। মাধ্যমিকে মোবাইল রুখতে সর্বোতভাবে কড়া পর্ষদ! আগেই জানানো হয়েছিল, কোনও পরীক্ষার্থীর কাছে মোবাইল পাওয়া গেলে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখানেই শেষ নয়, নজরদারির কাজে নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মোবাইল নিয়েও কড়া ব্যবস্থা। মাধ্যমিকে ডিউটির সময় সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত শিক্ষকরা মোবাইল রাখতে পারবেন না। এমনকী যাঁরা নজরদারির কাজে নিয়োজিত নন, কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রে নানা কারণে ডিউটিতে থাকছেন তাঁরাও মোবাইল রাখতে পারবেন না, এমনটাই নির্দেশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের।

নোয়াপাড়ায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিরঞ্জন নগর বি-ব্লকে। মৃতের নাম দীপ সূত্রধর। ইছাপুর নর্থ ল্যান্ড হাইস্কুল থেকে এবার সে মাধ্যমিক দিচ্ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বাংলা পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ফিরে বেশ খোস মেজাজেই ছিল দীপ। পরীক্ষা ভালো হওয়ার কথা সে পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছিল। মঙ্গলবার ইংরেজি পরীক্ষার জন্য সে প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। কিন্তু সোমবার রাতেই ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে ছাদের সিঁড়ির ঘরে গামছা দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলো ওই পরীক্ষার্থী। নোয়াপাড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। কিন্তু কি কারণে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করল, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় মৃতের পরিবার।

পুণ্যস্নানে গিয়ে নিখোঁজ গারুলিয়ার বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে চলছে মহাকুম্ভমেলা। সেই মেলা উপলক্ষে পুণ্যস্নানে গিয়ে নিখোঁজ নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের লেলিন নগর এলাকার বাসিন্দা ৬০ বছরের সন্ধ্যা পাল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ ফেব্রুয়ারি হাওড়া স্টেশন থেকে আজমীর শরিফ এক্সপ্রেস ধরে প্রয়াগরাজের উদ্দেশ্যে রওনা দেন লেনিন নগরের আটজন। ওই টিমে স্বামীকে নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন সন্ধ্যা পাল। পরদিন ৯ ফেব্রুয়ারি দুপুর তিনটের

সময় ট্রেন পৌঁছয় প্রয়াগরাজ জংশন রেলস্টেশনে। স্টেশনে ট্রেন থামলেও খোঁজ মেলেনি সন্ধ্যা পালের। উনি ট্রেন থেকে নেমেছেন কিনা, তা নিয়েও নিশ্চিত নন বাকি সাতজন। নিখোঁজ বৃদ্ধার ছেলে বিশ্বজিৎ পাল জানান, আজমীর শরিফ এক্সপ্রেস প্রয়াগরাজ স্টেশনে দাঁড়ালে, বাবা-সহ সাতজন ট্রেন থেকে নামেন। কিন্তু ওনারা নাকি মাকে ট্রেন থেকে নামতেই দেখেন নি। নোয়াপাড়া থানা ও রেল প্রশাসনের তাঁরা কাছে নিখোঁজের ডায়েরি করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মায়ের কোনও খোঁজ মেলেনি।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্নার জন্য এলপিজি বাধ্যতামূলক: শশী পাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্নার জন্য ব্যবহার করতে হবে শুধুমাত্র এলপিজি গ্যাস। আর এই নিয়ম বাধ্যতামূলক বলেই জানালেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। সঙ্গে এও জানান, সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার পরেই এই সিদ্ধান্ত নিল সরকার। মঙ্গলবার নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা জানান, 'আসন্ন আর্থিক বছরেই গোটা রাজ্যে সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এই এলপিজি কানেকশনের কাজ শেষ করা হবে।'

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি, বালুরঘাট রুরাল এলাকার একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্নার সময় ঘটে যায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড।

১৮ বছর ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মরত এক ৫৫ বছর বয়সী কর্মী কাঠের উনুনে রান্না করার সময় আচমকা তাঁর কাপড়ে আগুন লেগে যায়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, এবং তিনি অগ্নিদগ্ধ হন। সেইসময় মাঠে কাজ করা এক কৃষক ঘটনাটি দেখতে পান এবং তখনই তাঁকে উদ্ধার করতে ছুটে আসেন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। ওই কর্মীর মুখ বাদে শরীরের অন্যান্য অংশ আগুনে গুরুতরভাবে ঝলসে যায়। দ্রুত

তাঁকে খাসপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর, সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে ওই কর্মীর মৃত্যু হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এর আগে কখনও এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেনি।

এই দুঃখজনক ঘটনার পর জেলা প্রশাসন শোক প্রকাশ করেছে এবং মৃত কর্মীর পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিধানসভায় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা জানান রাজ্যে এই মুহূর্তে ৮১ হাজার ৩২১ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে যেখানে এলপিজি কানেকশন দিয়ে শুরু করতে গেলে মোট খরচ হবে ৩৭ কোটি ৮১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৫০ টাকা।

তৃণমূল কর্মী খুনে ধৃত রাজেশ সাউয়ের পুলিশি হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন: নৈহাটিতে তৃণমূল কর্মী সন্তোষ যাদব খুনে ধৃত আরও দুই। ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী টিম উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার ফেফনা থানা এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামে হানা গিয়ে মূল অভিযুক্ত রাজেশ সাউ এবং তাঁর এক সহযোগী বিশাল সাউকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, খুনের ঘটনার পর এঁরা ভিন রাজ্যে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। তদন্তকারীরা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে গ্রামে ঘুরে ঘুরে অভিযুক্তদের খুঁজতে থাকেন। অবশেষে ফেফনা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে একটি প্রত্যন্ত গ্রামের খাটালে হানা গিয়ে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন থাকা ওই দুজনকে পাকড়াও করা হয়েছে। ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে ব্যারাকপুরে আনা হয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতদের ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ১০ দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার সিকান্দরপুর থানা এলাকা থেকে উপেন্দ্র দাস ওরফে উপেন তাঁতি এবং আকাশ সাউকে গ্রেপ্তার করে ব্যারাকপুরে আনা হয়। ধৃতেরা এখনও পুলিশি হেফাজতে। ঘটনায় অভিযুক্ত অক্ষয় গোন্ড ও রঞ্জিত সাউকে পুলিশ আগেই গ্রেপ্তার করেছে। সবমিলিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ছয়ে। যদিও মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে আটজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, উক্ত খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গৌরীপুর অঞ্চলে বিজেপির কার্যকর্তা ও কর্মী মিলিয়ে ২২ জনের বাড়িতে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের লোকজনের বিরুদ্ধে। যদিও ভাঙচুরে অভিযুক্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে অভিযোগ।

সম্পাদকীয়

সমাজের মানবিক কিছু মুখ কি প্রবীণদের সমস্যার সমাধানে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে না?

প্রবীণ-প্রবীণাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সকলের এক নয়। কেউ হয়তো মানসিক-শারীরিক-অর্থনৈতিক নিপীড়নের শিকার, আবার কেউ হয়তো সাইবার-প্রতারণার শিকার। কিন্তু প্রতারক ও নিপীড়ক যখন ঘরের কেউ; আত্মীয়-পরিজন এমনকি সন্তানও, তখন দুশ্চিন্তার সীমা-পরিসীমা থাকে না। কেউ কেউ তো স্ত্রী কিংবা স্বামীকে হারিয়ে একা হয়ে যান। এঁদের একাকিত্বের মানসিক যন্ত্রণা কম-বয়সিদের অনেকেই অনুভব করতে পারেন না। উল্টে বয়স্কদের মানসিক ও শারীরিক অসহায়তাকে হাতিয়ার করে ভুলিয়েভালিয়ে বা চাপ দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির দলিল, হস্তান্তর করানো হচ্ছে 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি', ঘরে থাকা টাকা চুরি, ব্যাঙ্কের পাসবই বা ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডের অপব্যবহার হচ্ছে আকছার। পেশাগত কারণে অনেকেরই ছেলে-মেয়ে বাবা-মা'র কাছ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হন। সুযোগসন্ধানীরা বহু ক্ষেত্রে সে সুযোগটাও কাজে লাগায়। অন্য দিকে, সব বৃদ্ধাশ্রমকেও নিরাপদ আশ্রয় বলে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। আর যে বয়স্করা কর্মজীবনে কোনও অর্থই সঞ্চয় করতে পারেননি, তাঁদের তো ট্রামে-বাসে ফেরি করা বা ভিক্ষা করে আয় করা ছাড়া উপায় থাকে না। তাই বয়স্কদের সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগেও স্বতন্ত্র ভাবনা প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, জৈবিক পরিবর্তনের সূত্র মেনেই প্রতিটি মানুষ শৈশব-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করে বার্ধক্যে উপনীত হন। এটা মানুষের জীবনচক্রের এক অনিবার্য পরিণতি। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় কারও নেই। পরিণত বয়সে পৌঁছনোর আগে থেকে বহু মানুষের কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে যেমন কমতে থাকে, শারীরিক অসুস্থতাও তেমনই বৃদ্ধি পায়। তখনই তো প্রয়োজন হয় নিরাপদ পরিবেশ, মানসিক পরিচর্যা ও সুচিকিৎসার। বয়স্কদের পরনির্ভরতা যত বৃদ্ধি পায়, ততই তিনি নিজেকে অসহায় মনে করেন। খুঁজে পেতে চান নির্ভরযোগ্য শারীরিক ও মানসিক আশ্রয়। সেই আশ্রয় যেমন পরিবার ও সমাজ দিতে পারে, তেমনই তা দিতে পারে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। যে মানুষগুলি বার্ধক্যে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা করে এলেন, তাঁদের সমস্যা সমাধানে আমরা আর কত বিলম্ব করব? সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সংবেদনশীল মানুষের যে মানবিক মুখ প্রায়শই খুঁজে পাওয়া যায়, তা কেন প্রবীণদের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে না।

শব্দবাণ-১৮৯

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. চোখের পাতা ৩. এক কাঠার ষোল ভাগের এক ভাগ ৪. আচ্ছাদন ৬. একধরনের হার ৯. রাবণ ১০. এতৎপরিমাণ, এতাবৎ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. রঙ্গতামাশা, কৌতুক ২. অবিরত দৃষ্টিপাত ৩. নষ্টবুদ্ধি ৫. নৃত্যের পোশাক ৭. যুদ্ধ ৮. পত্নী, স্ত্রী।

সমাধান: শব্দবাণ-১৮৮

পাশাপাশি: ২. নকিবদার ৫. কথা ৬. রেখা ৭. যাম ৮. ধুরা ১০. খাসখামার।

উপর-নীচ: ১. চাঁদা ২. নজরে রাখা ৩. বড্ড ৪. রকমফের ৯. দেখা ১১. সন্ধ্যা।

জন্মদিন

আজকের দিন

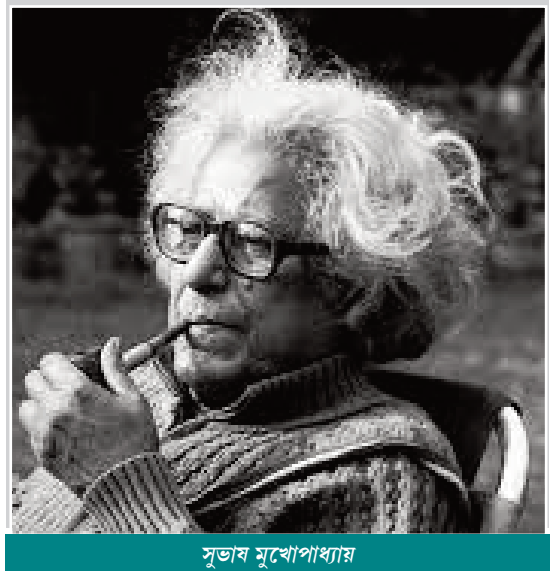

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১৯১৯ *বিশিষ্ট কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯২০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রাণের জন্মদিন।*
১৯৪৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের জন্মদিন।*

প্রতিদিন হোক ভালোবাসাময়

মতিউর রহমান

'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' বাংলায় যার অর্থ 'ভালবাসা দিবস' বা 'প্রেম দিবস' পালিত হয় ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই 'প্রেম দিবস' ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে । পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণে ভারতেও বাড়ছে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' উদযাপনের উন্মাদনা। ফেব্রুয়ারি এলেই ভ্যালেন্টাইন্সের লু এখানেও প্রবাহিত হয় । আর তার দাবদাহে পুড়ে মরে তরুণ প্রজন্ম। 'প্রেম দিবস' উপলক্ষে চারিদিকে সাজ সাজ রব। সোশ্যাল মিডিয়াতে কত মেসেজ , ভিডিও , পোস্টের ছড়াছড়ি। এক অভূতপূর্ব উন্মাদনায় মেতে ওঠে তরুণ প্রজন্ম।

ভালোবাসা মানবমনের একটি অপূর্ব অনুভূতি বা অভিব্যক্তি। এটি একটি পবিত্র বন্ধন । ভালোবাসা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ, আকাঙ্ক্ষিত আবেদন । হৃদয়ের উষ্ণতা, বিশুদ্ধতা, নিঃস্বার্থপরতার সমন্বয়ে এক অপূর্ব মায়াবী অনুভূতির নাম ভালোবাসা। সৃষ্টির সেই প্রথম প্রভাত থেকে মানুষের জীবন ও প্রেরণার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে ভালোবাসা। এক অজানা, অদেখা, চাপা কষ্টের অব্যক্ত অনুভূতিকে মহিমান্বিত করতে বছরের একটি বিশেষ দিনকে 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' কে 'ফিস্ট অব সেন্ট ভ্যালেন্টাইন' নামে অভিহিত করা হয়। এই দিনটি প্রেমিক যুগলের কাছে পরম কাঙ্ক্ষিত। প্রেম নিবেদনের প্রতিক হিসাবে দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর পিছনে রয়েছে ইতিহাস। একজন রোমান খ্রিস্টান পাদ্রির নাম ছিল সেন্ট ভ্যালেন্টাইন। তার জীবনকাহিনীর উপর ভিত্তি করে জন্ম হয়েছে প্রেম দিবসের । ২৭০ খ্রিস্টাব্দের কথা। সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ছিলেন একধারে গির্জার পাদ্রি ও চিকিৎসক । খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অভিযোগে রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াসের আদেশে তাকে কারাবন্দী করা হয়। জেল থেকে তিনি টিনএজ ছেলেমেয়েদের প্রচুর ভালোবাসার চিঠি পেতেন । কথিত আছে , এই জেলেই তিনি চিকিৎসা করে কারারক্ষীর এক অন্ধ মেয়ের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনেন। এই ঘটনায় তার জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। রাগে-ক্ষোভে-হিংসায় অন্ধ রোমান সম্রাট তাকে হত্যা করেন । সেই হত্যার দিনটি ছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারি। মৃত্যুর আগে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন মেয়েটিকে একটি চিঠি লিখে যান। তাতে লেখা ছিল - 'ফ্রম ইওর ভ্যালেন্টাইন'। সেই ঘটনার সূত্রে সম্রাট প্রথম জুলিয়াস সিজার ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারিকে 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে' হিসাবে ঘোষণা করেন। 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' নিয়ে আর একটি গল্প আছে। সেন্ট বা সন্ত ভ্যালেন্টাইন নামে এক ক্যাথলিক রোমান ধর্মযাজক ছিলেন। সেসময় রোমান সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় ক্লডিয়াস। রোমানরা বিশ্বজুড়ে একের পর এক রাষ্ট্র জয় করতে থাকে । এজন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। সমস্যার বিষয় হল, সেসময় তরুণীরা তাদের পছন্দের পুরুষদের যুদ্ধে যেতে দিতে চাইতো না। ক্লডিয়াস ভাবলেন , পুরুষদের বিয়ে বন্ধ করলেই সমস্যার সমাধান হবে। ভাবনা মত তিনি বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। সেন্ট ভ্যালেন্টাইন প্রেমে আবদ্ধ তরুণ-তরুণীদের একত্রিত করে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সম্রাট জানতে পারলেন ভ্যালেন্টাইনের গোপন কার্যকলাপের কথা। তাকে বন্দী করা হল। নতুন সমস্যা হল, তার অনুগামীরা অনেকেই তাকে জেলে দেখা করতে আসতেন। তারা তাকে নানা ধরনের ফুল উপহার দিতেন। তার মধ্যে এক অন্ধ মেয়েও ছিল। ভ্যালেন্টাইন তার অন্ধত্ব দূর করেন। তাকে ভালবেসে বিয়েও করেন। সম্রাট খবর পেয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। ফাঁসির দিন প্রিয়াকে পাঠানো চিঠিতে লেখেন - 'লাভ ফ্রম ইওর ভ্যালেন্টাইন'। সে দিনটি ছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারি। পোপ গেলাসিয়াস দিনটিকে 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' হিসাবে পালনের ঘোষণা দেন । ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পালিত হয় এই দিবস।

একসময় ইংল্যান্ডের রাজ পরিবার ও অভিজাত সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল এই দিনটি। ক্রমেই তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে তা সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয় । প্রিয়জনকে ফুল , গ্রিটিংস কার্ড, চকলেট, অলংকার ইত্যাদি নানা উপহার দেওয়া ও একান্তে সময় কাটানোর রীতি চালু হয়। ভালবাসার দিনকে কেন্দ্র করে কেনাকাটা, বাজার সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে। 'ভালবাসা দিবস' বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে উদযাপিত হয়। চিনে এই দিনটি 'কিক্সি ফেস্টিভ্যাল' হিসেবে উদযাপিত হয়। ফিনল্যান্ডে এটি 'বন্ধুত্বের দিন' হিসাবে পালিত হয়। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে এটা 'বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার দিন' হিসাবে উদযাপিত হয় । যুক্তরাষ্ট্র , স্পেন, পর্তুগাল, গ্রিস, জাপান প্রভৃতি দেশে মহাসমারোহে দিনটি পালিত হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশেও 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' নিয়ে অভূতপূর্ব উন্মাদনা লক্ষ করা যাচ্ছে। অনেকের মনে প্রশ্ন, এই দিনটি নিয়ে কেন এত মাতামাতি? পাশ্চাত্যের ভোগবাদী মানসিকতার বিকাশ ও বিস্তার এর অন্যতম কারণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে ভালোবাসাও বাজার তথা পণ্য-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' কে কেন্দ্র করে দোকান-বাজারে কেনাকাটার ধুম লেগেছে। বিভিন্ন ধরনের উপহার, ফুল, গ্রিটিংস কার্ড কিনে মনের মানুষকে উপহার দেওয়ার উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা লক্ষ করা যাচ্ছে। পশ্চিমাদের অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছি না তো? প্রশ্ন উঠছে । ভালবাসার নামে অবাধ মেলামেশার সংস্কৃতি ঢুকে পড়েছে আমাদের চেতনায়। এমনিতেই নানা কারণে অবক্ষয়ের অতল তিমিরে হাবুডুবু খাচ্ছে যুবসমাজ। ভ্যালেন্টাইনস এর উন্মাদনা তাদের অধঃপতনকে আরও ত্বরান্বিত করবে। প্রশ্ন হচ্ছে, পশ্চিমাদের কেন এই অন্ধ অনুকরণ? পশ্চিমারা নৈতিকতা বিসর্জন দিলে আমাদেরও কি সেই পথে হাঁটতে হবে? লক্ষ-লক্ষ যুবক-যুবতী 'ভালোবাসা দিবস' পালনের নামে পার্ক-হোটেল-রেস্টুরেন্টে নানাবিধ অপকর্ম তথা খোলামেলা যৌনতা , উদ্যাম বেলেল্লাপনায় লিপ্ত হচ্ছে যা আমাদের জীবন চেতনা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান । আমরা যদি বিষয়টি ভেবে না দেখি, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না করি ভোগবাদের ভরা জোয়ারে একদিন সব শেষ হয়ে যাবে - সেদিন কিন্তু হাজার হাত কামড়ালেও কিছু করার থাকবে না।

আরও একটি বিষয় উল্লেখ না করলে নয় - ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য শুধু একটি দিন কেন? দিনটি পালনে উন্মাদনা ও মাতামাতি দেখে মনে হচ্ছে , সারা বছরের ভালোবাসা বুঝি এ দিনটির জন্য জমিয়ে রাখা ছিল! বিশেষ মানুষের জন্য ভালোবাসা বুঝি শুধু ওই একটি দিন উজাড় করে দিতে হয়! ভালোবাসা বছরের শুধু একটি দিন নয়, প্রতিটি দিন , প্রতিটি মুহূর্ত উদযাপনের বিষয় বছরের যে কোন দিনই প্রিয়জনকে উপহার দিয়ে হৃদয়ের গোপন অনুভূতিকে ব্যক্ত করা যায়। মানুষের জীবনে প্রতিটি দিনই হোক ভালোবাসাময়।

দিল্লি নির্বাচন

'কংগ্রেস 'মরে'-ও প্রমাণ করল, সে এখনও 'মরে'-নি'

নিকুঞ্জবিহারী ঘোড়াই

কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধিন মোদী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস দল সহ অসংখ্য আঞ্চলিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে 'ইন্ডিয়া'- নামে একটি জোট বা মঞ্চ । ওই জোটের বর্তমান আহ্বায়ক হলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। যেকোনও রাজনৈতিক জোট একটা 'পরিবার'-এর মতো হলে তবেই তারা সাফল্য পায়। ফলে জোটের প্রতিটি শরিককে কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হয়। কিন্তু কংগ্রেসকে সরিয়ে জোটের প্রধান মুখ হতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করায়, একে একে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের মাতব্বররা মমতার হয়ে সাফাই দিতে শুরু করেন। সর্বভারতীয় কোনও রাজনৈতিক দল বা জোটের নির্দিষ্ট 'এজেন্ডা' বা কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই 'ইন্ডিয়া'-জোটের একমাত্র কর্মসূচি হোল নিজেদের দখলে থাকা 'সুচাগ্র ভূমি' কোনও শরিক দলকে না দিয়েই যেকোনও ভাবে কেন্দ্রে মোদী সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করা। প্রতিটি আঞ্চলিক দল নিজ-নিজ শাসিত রাজ্যে 'রাজা' হয়ে অন্য শরিক দলের 'প্রবেশ নিষেধ' ঘোষণা করে রাজত্ব করবেন, আবার কেন্দ্রে 'একসঙ্গে' সরকার করবেন! চলতি ভাষায়, রাজ্যে রাজ্যে পরস্পর কুস্তি করেও ক্ষমতার মোহে কেন্দ্রে সরকার গঠনের সময় দোস্তি করবেন। যেমন কংগ্রেসের 'জেতা রাজ্য' হরিয়ানার ভোটে আপ প্রধান কেজরিওয়াল নিজেই কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা না করে সব আসনে প্রার্থী দিয়ে দেন।প্রচারে নেমে তিনি লাগাতর কটাক্ষ করেন 'ইন্ডিয়া'-জোট 'শরিক' কংগ্রেসকে। পাল্টা আবগারি দুর্নীতি নিয়ে তাঁকে নিশানা করেন রাহুল গান্ধী-সহ কংগ্রেসের শীর্ষনেতারা। ফলস্বরূপ সেখানে বিজেপি-র অপ্রত্যাশিত জয় হয়ে যায়। একইভাবে গোয়া, মেঘালয় ইত্যাদি রাজ্যে ন্যূনতম রাজনৈতিক শক্তি না থাকলেও কংগ্রেসের প্রার্থীপদ না পাওয়া ব্যক্তিদের দল ভাঙিয়ে এনে প্রার্থী করে তৃণমূল কংগ্রেস 'বাড়া ভাতে ছাই'-দেয় কংগ্রেসের। সেই পরম্পরার সর্বশেষ সংযোজন, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে শাসক আম আদমি দলের শোচনীয় পরাজয়, কংগ্রেস আলাদাভাবে ভোটে দাঁড়িয়ে 'সামান্য' ভোট পাওয়ার ফলেই।

নির্ধারিত সময়ে ভোট হলে আগামী বছর এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। তার এখনও বাকি এক বছরের বেশি। কিন্তু তৃণমূল বিধায়কদের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, বাংলায় তৃণমূল একাই লড়বে। কারও সাহায্য তাদের প্রয়োজন নেই। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনেও শাসক আম আদমি দল 'ইন্ডিয়া' জোটের অন্যতম শরিক কংগ্রেসকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে একাই সব আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দেন। নির্বাচনে 'আপ'-এর ভরাডুবির জন্যে বিরোধী মঞ্চ 'ইন্ডিয়া'র একাধিক শরিক এখন নির্লজ্জ, ক্ষমতালোভিদের মতো কংগ্রেসকে 'দোষারোপ' করছে। বিজেপি-বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের দুই শরিক কংগ্রেস এবং আপ-এর হারের জন্য দু'দলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবই দায়ী বলে মনে করেন মমতা। তাঁর বক্তব্য, দিল্লিতে যেমন কংগ্রেস 'অনমনীয়' মনোভাব দেখিয়েছে, তেমনই এর আগে হরিয়ানার বিধানসভা ভোটে আপ কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে চলেনি। অন্য শরিকদের ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে তিনি 'জ্ঞান' দিলেও 'নিজের বেলায় ষোলোআনা আঁটিসুঁটি' 'বাংলায় তৃণমূল একাই লড়বে'। বাংলায় কী তাহলে 'ইন্ডিয়া'-জোটের অন্য শরিক দলগুলি এবং তাদের সমর্থকেরা 'ঘুমিয়ে' থাকবে?

তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলির কোনও সর্বভারতীয় নীতি নাই। তাই তারা রাজ্যে-রাজ্যে পরস্পরের সঙ্গে কুস্তি করেও দিল্লিতে গিয়ে দোস্তি করে কেন্দ্র দখলের, এমনকি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে অনেকেই । সর্বভারতীয় কংগ্রেস দল রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতা হারালেও প্রতিটি রাজ্যে তাদের যথেষ্ট সংখ্যক সমর্থক আছে, সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি আছে, যা কূপমন্ডুক আঞ্চলিক দলগুলির কোনোটাই নেই। সাম্প্রতিক দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে, সর্বভারতীয় কংগ্রেস দলের ক্ষমতা যতই কমে যাক না কেন, এই সর্বভারতীয় দলকে 'অচ্ছুৎ' রেখে শুধুমাত্র আঞ্চলিক দলগুলির মাতব্বরিতে বিজেপি-বিরোধী জোট পরস্পর মারামারি করে বিজেপির-ই সুবিধা করে দেবে।

লেখক: প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক ও নিবন্ধকার

ভালোবাসা দিবস ভ্যালেন্টাইনের গল্প

এস ডি সুব্রত

ভালোবাসা শব্দটি সব বয়সী মানুষের কাছে একটি অতি প্রিয় শব্দ। আর যুবক যুবতীদের কাছে তো অতি আরাধ্য। ভালোবাসা যেন সুখের ও বেঁচে থাকার পরম আরাধ্য বিষয় । ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটি সব সম্পর্কের ও সব বয়সী মানুষের মনে দিয়ে যায় দোলা। ভালোবাসা তো সব সময়ই আছে, থাকবে। তবে ভালোবাসা দিবসের প্রয়োজন কি ?

ভ্যালেন্টাইন ডে বা ভালোবাসা দিবসের উৎপত্তির গল্পটি আমরা প্রায় সবাই জানি। তবুও এ দিনটি যার নামে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে, তাকে উষ্ণতার এ দিনে মনে না করলেই নয়। ভালোবাসা দিবস নিয়ে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। তবে সেনট ভ্যালেন্টাইন এর কাহিনীই বেশি গ্রহণযোগ্য। ভ্যালেন্টাইন ডে'র গল্পটি শুরু হয় অত্যাচারী রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ক্লাডিয়াস এবং খ্রিস্টান পাদ্রী ও চিকিৎসক সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে দিয়ে। তৃতীয় শতকে সম্রাট ক্লাডিয়াস সমগ্র রোমানবাসীকে ১২জন দেব-দেবীর আরাধনা করার নির্দেশ দেন। সেসময় খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা ছিলো কাঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এমনকি খ্রিস্টানদের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। এদিকে, সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ছিলেন খ্রিস্টধর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। মৃত্যুর ভয়ে তিনি খ্রিস্টধর্ম পালনে পিছপা হননি। কিন্তু যা হবার তাই হলো, সম্রাট ক্লাডিয়াস তাকে কারাগারে বন্দি করে রাখলেন। ভ্যালেন্টাইনের জীবনের শেষ সপ্তাহগুলোতে ঘটলো এক জাদুকরী ঘটনা। তিনি যে কারাগারে বন্দি ছিলেন সেখানকার কারারক্ষী ভ্যালেন্টাইনের প্রজ্ঞা দেখে মুগ্ধ হন। কারারক্ষী ভ্যালেন্টাইনকে জানান, তার মেয়ে জুলিয়া জন্মগতভাবেই অন্ধ, ভ্যালেন্টাইন তাকে একটু পড়ালেখা করাতে পারবেন কিনা। ভ্যালেন্টাইন রাজী হয়ে গেলেন। জুলিয়া চোখে দেখতে পেতেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী। ভ্যালেন্টাইন জুলিয়াকে রোমের ইতিহাস পড়ে শোনাতেন, পাটিগণিত শেখাতেন। মুখে মুখে প্রকৃতির বর্ণনা ফুটিয়ে তুলতেন ও ঈশ্বর সম্পর্কে বিস্তারিত বলতেন। জুলিয়া ভ্যালেন্টাইনের চোখে দেখতেন অদেখা পৃথিবী। তিনি ভ্যালেন্টাইনের জ্ঞানকে বিশ্বাস করতেন, ভ্যালেন্টাইনের শান্ত প্রতিমূর্তি ছিলো জুলিয়ার শক্তি।

একদিন জুলিয়া ভ্যালেন্টাইনকে জিজ্ঞেস করেন — সত্যিই কি ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শোনেন?

ভ্যালেন্টাইন বলেন হ্যাঁ, তিনি সবই শোনেন।

জুলিয়া বলল তোমার মুখ থেকে আমি যা শুনেছি তার সবই আমি দেখতে চাই ভ্যালেন্টাইন। আমরা যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি তাহলে তিনি আমাদের জন্য যা ভালো তার সবই করেন। ভ্যালেন্টাইন উত্তর দিলেন। এভাবে প্রার্থনা করতে করতে একদিন জুলিয়া ঠিকই তার দৃষ্টি ফিরে পেলেন। কিন্তু সময় ঘনিয়ে এসেছে ভ্যালেন্টাইনের। ক্রুদ্ধ ক্লাডিয়াস সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দিন ধার্য করলেন। সে দিনটি ছিলো ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২৭০ অব্দ।

মৃত্যুর আগের দিন ভ্যালেন্টাইন জুলিয়াকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির শেষে লেখা ছিলো, ফ্রম ইউর ভ্যালেন্টাইন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যু কার্যকর হয় ও তাকে বর্তমান রোমের প্রক্সিদেস গির্জার স্থলে সমাহিত করা হয়। কারো কারো মতে ভ্যালেন্টাইনের কবরের কাছে জুলিয়া একটি গোলাপি ফুলে ভরা আমন্ড গাছ লাগান। সেখান থেকে আমন্ড গাছ স্থায়ী প্রেম ও বন্ধুত্বের প্রতীক।

পরবর্তীতে ৪৯৬ অব্দে পোপ প্রথম জেলাসিউস ১৪ ফেব্রুয়ারিকে ভ্যালেন্টাইন ডে হিসেবে ঘোষণা করেন। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ভ্যালেন্টাইন ডে-তে প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়াও বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে বিনিময় হয় প্রেম, স্নেহ আর ভালবাসা। ভালবাসার কোন বিশেষ দিন লাগে না। প্রতিদিনই ভালবাসা যায়। তবু এদিনটি বিশ্বব্যাপী পালিত হয় ভালবাসার জয়গানে। ভ্যালেন্টাইন এর ভালবাসার গল্পের মতো ভালবাসা জড়িয়ে থাকুক প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ে। ভালবাসা জেগে উঠুক মানুষে মানুষে। ভালবাসা জেগে উঠুক জাতিতে জাতিতে। ভালবাসা বেঁচে থাকুক সবখানে সব সময়। ভ্যালেন্টাইন এর গল্পের মতো পৃথিবীটা হয়ে উঠুক ভালভাসায় ভরপুর।

খোদ প্রশাসনিক ভবনে প্রাচীন গাছ কাটার অভিযোগ, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অবৈধ ভাবে আরামবাগ বিডিও অফিসের ভেতরে গাছ কাটা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক। প্রাচীন গাছ কাটাকে কেন্দ্র নিন্দার ঝড় মহকুমাজুড়ে। খোদ প্রশাসনিক ভবনের ভেতর গাছ কাটা হওয়ায় আরামবাগ মহকুমাশাসকের কাছে একটা অভিযোগও জমা পড়ে। যা নিয়ে তোলপাড় আরামবাগ মহকুমার রাজনৈতিক মহল।

এলাকার মানুষের প্রশ্ন, বিডিও অফিসে গাছ কাটার জন্য আরামবাগ বন দপ্তরে কোনও নোটিশ জমা পড়েছে কি, এই গাছ কাটার জন্য কি নো অবজেকশন কাগজ আছে, এই গাছ কি জন্য কাটা হচ্ছে এবং এই গাছ কাটার পরিবর্তে অন্য কোনও গাছ লাগানো হল কি? তাদের আরও দাবি, এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা।

পঞ্চায়েত রাজ চালু হওয়ার পর থেকে এই প্রথম আরামবাগ বিডিও প্রাচীন কোনও গাছ কাটা হল। যা নিয়ে চরম বিতর্ক ছড়ায়। গাছ কাটা নিয়ে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ কাজি নিজাম উদ্দিন সংবাদ মাধ্যমে বলেন, এখানে কোনও গাছ কাটা হয়নি, গাছের ডাল কাটা হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে আরামবাগ বনদপ্তরের আধিকারিক আশরাফুল ইসলাম জানান, 'বিষয়টা আমার জানা নেই, গাছ কাটলে বন দপ্তরের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক, অভিযোগ পেলে বিষয় নিয়ে খতিয়ে দেখব।' পাশাপাশি আরামবাগের বিডিও সুব্রত মল্লিক কোনও মন্তব্য না করলেও, আরামবাগের মহকুমা শাসক রবিকুমার মিনা বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

ঘুমন্ত অবস্থায় ছুরিকাহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সোমবার রাতে এগরা থানার রাজেন্দ্রচক গ্রামে ঘুমন্ত অবস্থায় ছুরিকাহত হয়েছেন পঞ্চাশোর্ধ এক মহিলা। মঙ্গলবার আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতের নাম কাজলমণি প্রামাণিক।

রাতে ঘরেই ঘুমিয়েছিলেন তিনি। রাত একটা নাগাদ তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙে যায়। মহিলার বাড়িতে এসে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তিনি। এ সময় বাড়িতে ছিলেন মহিলার বউমা ও নাতনি। কী কারণে তিনি ছুরিকাহত হয়েছেন সে বিষয়ে কিছু বলতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। আহত কাজল প্রামাণিকও হতবাক। ঘটনার পিছনে কোনও পুরনো শত্রুতা না কি রাজনৈতিক কারণ রয়েছে তা নিয়ে ধন্দে এলাকাবাসী।

মহিলার শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্রের আটটি আঘাত রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাজলমণি জানান, 'একজন এসে তাঁকে হঠাৎই মারধর শুরু করে। এর সঠিক কারণ কী তা বুঝেতে পারছি না। তাঁর স্বামী ও ছেলে মৎস্যজীবী, তাঁরা কেউই বাড়িতে ছিলেন না দু'জনেই সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছেন। পুরো বিষয়টি এগরা থানায় জানানো হয়েছে।'

নিখোঁজ কিশোর ১১ বছর পর ফিরল বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: মাঝে পেরিয়ে গেছে ১১টা বছর। দীর্ঘ সময়ে পরিবারের সদস্যরা নানা জায়গায় খোঁজ করেও কোনো সন্ধান পায়নি। হঠাৎ করেই সোমবার সন্ধ্যায় বাড়িতে একটি খবরে যেন আকাশ থেকে পড়েন মা সহ পরিবারের সকলে। ১৪ বছর বয়সী নিখোঁজ ছেলেকে ২৫ বছর বয়সে ফিরে পেলেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার বত্রিশবিঘা দক্ষিণপাড়া এলাকায়। ১১ বছর পর ছেলেকে ফিরে পেয়ে খুশি সকলে।

জানা গিয়েছে, পরিবারের অভাবের জেরে ১৪ বছরের নন্দ মুর্মুকে এলাকারই পরিচিত একজনের সঙ্গে সোনার কাজ শেখার জন্য পাঠানো হয় পঞ্জাবে। কাজের সন্ধানে নাবালক ছেলে চলে গিয়েছিল ভিন রাজ্যে। তারপর সেখান থেকেই হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যায় সে। তন্নতন্ন করে খোঁজ চালিয়েও আর নন্দর কোনও হদিশ পায়নি পরিবার। আত্মীয় স্বজন সহ সকলকে জানালেও কেউ সন্ধান দিতে পারেনি। জামালপুর বাজার সহ নানা জায়গায় পরিবার সদস্যরা নন্দ র খোঁজের জন্য জানিয়ে রেখেছিলেন যদি সন্ধান মেলে। সম্প্রতি জামালপুর এর কাঠুরিয়া পাড়া এলাকায় মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবক এসে হাজির হয়। সেখানেই রাস্তার ধারে থেকে লোকের সঙ্গে চেয়ে খাওয়া দাওয়াও করছিল। সোমবার জামালপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকার একটি হোটেলে খাবার খেতে যায় সে। সেখানেই যুবককে দেখে কিছুটা সন্দেহ হয়। এরপর খবর যায় জামালপুর থানার পুলিশের কাছে। পুলিশ কাঠুরিয়া পাড়া থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় থানায়। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালিয়ে পরিবারের সাথে যোগাযোগ হয়। মা সহ পরিবারের লোকজন পৌঁছায় থানায়। ১১ বছর পর চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। মানসিক কিছুটা অসুস্থও। শরীরের বিভিন্ন জায়গার চিহ্ন দেখে পরিবারের সদস্য সনাক্ত করেন নন্দকে। আইনি প্রক্রিয়া মেনে পুলিশ পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেয় যুবককে।

কুম্ভে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু পুরুলিয়ার ৩ মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক ভাবে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল পুরুলিয়ার একি পরিবারের দুই মহিলা সহ তিন মহিলার। মহাকুম্ভনগরে পৌঁছনোর ৪০ কিলোমিটার দূরে প্রয়াগরাজ জেলার উতারাম থানার বালিপুর এলাকায় হাইওয়ে পেরনোর সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,মৃত তিন মহিলার বাড়ি পুরুলিয়ার টামনা থানা এলাকার গোপালডি গ্রামে। একই গ্রামের তিন সদস্যের এভাবে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া গোটা গোপলাডি গ্রাম সহ জেলাজুড়ে। মঙ্গলবার ভোরে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে ঘটেছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি। মৃতদের পরিবার সূত্রে জানা যায়, রবিবার পুরুলিয়ার টামনা থানার চাকলতোড় হাসপাতাল মোড় এলাকা থেকে কুম্ভ স্নানের উদ্দেশে একটি বাস রওনা দেন। ওই বাসে প্রায় ৬০ জন তীর্থযাত্রী কুম্ভের উদ্দেশে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার ভোরে বাসটি প্রয়াগরাজে পৌঁছয়। সেখানে নির্দিষ্ট জায়গায় বাসটি পার্কিং করার পর সবাই হাতমুখ ধুচ্ছিলেন। ওই সময় তিন গৃহবধূ রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। রাস্তা পার করার সময় একটি গাড়ি তাঁদের তিনজনকেই ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের। মৃতারা হলেন জাগরি মাহাতো (৪৫), আলপনা মাহাতো (৪৪) ও কুন্তী মাহাতো (৬৫)। তাঁদের তিনজনেরই বাড়ি টামনা থানার গোপলাডি গ্রামে। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ ব্যানার্জি বলেন, প্রয়াগরাজে সংশ্লিষ্ট থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে যাতে দ্রুত দেহগুলি পুরুলিয়ায় নিয়ে আসা যায়।

দুর্ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রয়াগরাজ জেলার উত্তরাও থানা এলাকার হাইওয়েতে বেনারসের দিক থেকে আসছিল একটি গাড়ি। তাতেই পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান তিনজন মহিলা। দুর্ঘটনা নিয়ে উত্তরাও থানার পুলিশ জানান, বালিপুরের কাছে হাইওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বেনারসের দিক থেকে একটি গড়ি এসে তিনজনকে পিষে দিয়ে চলে যায়। এখনও গাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ ওই ঘাতক গাড়িটির সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।

১০০ দিনের কাজের অভাবের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলায় একশো দিনের কাজ নেই, ফলে জীবন জীবিকার স্বার্থে বাঁকুড়ার শ্রমজীবী মানুষের একটা বড় অংশ 'লামাল' খাটতে ভিন জেলা বা ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যাওয়া মানুষজনদের একটা বড় অংশ জানিয়েছেন, সরকারি ভাতাতে সংসার চলে না। ফলে বাইরে কাজ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। আর এই ঘটনায় পরোক্ষে বাড়ছে 'স্কুল ছুটে'র সংখ্যাও। বাবা-মায়ের সঙ্গে শিশুরাও বাইরে চলে যাওয়ায় সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে বলেই অনেকেই জানিয়েছেন।

ভিন জেলায় কাজ করতে যাওয়ার আগে বাঁকুড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে গৌরাঙ্গ বাউরি বলেন, 'আমাদের জেলায় কাজের তেমন সুযোগ নেই। বর্ষার সময় একবার চাষ হয়। বাকি সময় কাজের সুযোগ নেই। ফলে প্রতি বছর নিয়ম করে সপরিবারে আমরা বর্ধমানে যাই।'

পুরসভার উদ্যোগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা হাইস্কুলে উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে শুভেচ্ছা বার্তা, ক্যাডবেরি চকলেট, কলম ও বোর্ড তুলে দিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। সোমবার সকালবেলা থেকে পরীক্ষার্থীরা একে একে মাখলা হাইস্কুলে আসতে থাকে তাদের সঙ্গে অভিভাবকরাও ছিল। পুরসভার পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের হাতে চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ক্যাডবেরি শুভেচ্ছা বার্তা কলম ও বোর্ড তুলে দিলেন। পরীক্ষার্থীরা খুব খুশি একে একে তাদের হাতে এইসব তুলে দিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, কাউন্সিলর মানসী সিংহ, অর্ণব রায়।

পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, তাদের শুভ কামনা জানান। তাদের জীবনের প্রথম পরীক্ষা আজ পরীক্ষা ভালো করে হোক, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। প্রায় একই বক্তব্য বলেন সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ। তিনি বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জীবনে প্রথম পরীক্ষা তারা ভালো করে পরীক্ষা দিক। সাফল্য লাভ করুক। এদিন উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ বালিকা বিভাগে উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের হাতে শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দিলেন পুরসভার সিআইসি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি, সিআইসি সুব্রত মুখার্জি।

জাতীয় গেমসে বাংলার হয়ে ফুটবলে মুখ উজ্জ্বল তুলসির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বহুলার তুলসি লোহার উখরাখণ্ড জাতীয় গেমসে বাংলার হয়ে ফুটবল খেলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্চ পদক জিতে এলাকার গর্বের মেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তুসলি লোহার পান্ডেশ্বর বিধানসভার বহুলার রাঁচি পাড়ার বাসিন্দা। চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি ৩৮তম উত্তরাখণ্ড জাতীয় গেমসে বেঙ্গল ফুটবল দলের হয়ে খেলছে এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। তুলসি লোহারের মা বলেন যে, 'আমি আমার মেয়েকে নিয়ে ভীষণ গর্বিত, আমিও চাই আমার মেয়ে আগামী দিনে ভারতের হয়ে ফুটবল খেলুক।' অন্যদিকে উখরাখণ্ড জাতীয় গেমসে বেঙ্গল ফুটবল টিমের হয়ে ব্রোঞ্জ মেডেল জিতে ১০ ফেব্রুয়ারি বাড়ি ফিরেছে।

তুলসি জানায়, 'আমার বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়। ছোট থেকেই আমার ফুটবল খেলার প্রতি একটা ঝোঁক ছিল।' মা, বাবা বিশেষ করে দাদার সাহায্যেই আমার ফুটবল খেলা শুরু।' তুলসি আরও জানায়, বেঙ্গলের হয়ে উখরাখণ্ড জাতীয় গেমসে পদক জিতে, আগামী দিনে ভারতের হয়েও খেলতে চায়। তবে যদি তার এই খেলা ভালো ভাবে চালিয়ে যেতে হয় তা হলে অবশ্যই সরকারি সাহায্য প্রয়োজন। বর্তমানে এখনও মেলেনি কোনও রকম সাহায্য।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স কমোডাম গ্রসারিস প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ৪৪, সাকেত বিল্ডিং, মল্লিক বাজার, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০১৬ সম্পর্কিত
উল্লিখিত নোটিশ শনিবার ৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ কলকাতা এডিশনে ''একদিন'' বাংলা সংবাদপত্র এবং ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস ইংরাজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই নোটিশ মেসার্স কমোডাম গ্রসারিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে স্থানান্তরের পূর্বের নোটিশের পুনরায় ইস্যু।
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **মঙ্গলবার ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য''** থেকে **''জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে'** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, **নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা :
৪৪, সাকেত বিল্ডিং, মল্লিক বাজার, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০১৬
দরখাস্তকারীর পক্ষে
কমোডাম গ্রসারিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অরুণ কুমার বাজপেয়ী
(ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২.০২.২০২৫ ডিন-০৩৫০৭৫৮০

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম জি
সোলাপুর টোলওয়েজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
সোলাপুরে টোল রোড নির্মাণ কাজ পরিচালনাকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	সোলাপুর টোলওয়েজ প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AARCS2958K CIN : U45400WB2012PTC174135
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	ইউনিট নং ৬১৭এ-এন, ব্লক - ১, ৭ম তল, পিএস কিউব, প্লট নং - IID/31/1, স্ট্রিট নং ১১১১, উত্তর ২৪ পরগনা, রাজারহাট, কলকাতা ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রাপ্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	সোলাপুর মহারাষ্ট্র কর্ণাটক বর্ডার এলাকায় এনএইচ - ৯ রাজ্য মহারাষ্ট্র ডিবিএফওটি ভিত্তিতে চালু প্রকল্প রয়েছে। রেজি. অফিস - ইউনিট নং ৬১৭এ-এন, ব্লক - ১, ৭ম তল, পিএস কিউব, প্লট নং - IID/31/1, স্ট্রিট নং ১১১১, উত্তর ২৪ পরগনা, রাজারহাট, কলকাতা ৭০০১৩৫
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	আর্থিক বর্ষ ২০২৪-এ টোল রাজস্ব - আইএনআর ৮৭.২৯ কোটি টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	২ (দুই) কর্মী (২০ ডিসেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : rp.stpl1@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : rp.stpl1@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫* (১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে বাড়ানো হয়েছে)
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫*
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০১ মার্চ ২০২৫*
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১১ মার্চ ২০২৫*
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৬ মার্চ ২০২৫* (উপযুক্ত পিআরএএস কর্তৃক নন ডিসক্লোজার চুক্তি পাওয়া সাপেক্ষে)
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৫ এপ্রিল ২০২৫*
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	rp.stpl1@gmail.com

* বিনিয়োগ কমিটি কর্তৃক সংশোধনী সাপেক্ষে
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারী যারা ২২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে আইআরপি কর্তৃক প্রকাশিত অনুযায়ী ফর্ম জি অধীনে ইওআই দাখিল করেছেন তাদের নতুন করে আর ইওআই দাখিল করতে হবে না।
সঞ্জয় কুমার মিশ্র
(IBBI/IPA-001/IP-P01047/2017-2018/11730)
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
সোলাপুর টোলওয়েজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
ইমেল : rp.stpl1@gmail.com
আইবিবিআই সহিত নথিভুক্ত : ড্রিমস কমপ্লেক্স, ৪সি-১৬০৫, এলবিএস মার্গ, ভান্ডুপ (প), মুম্বই - ৭৮
তারিখ : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
স্থান : মুম্বই
ইমেল : ipsanjaymishra@rediffmail.com
এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত

বীরপুর ফরিদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
নিবন্ধন সংখ্যা (রেজিঃ নং) H.G., তারিখ : ২৪/১১/১৯৭৬
গ্রাম -বীরপুর পোঃ- বালিদহ, জেলা- হুগলী
পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এই সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাগনকে জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালনমন্ডলীর নিবাচন আগামী **১৬/০৩/২০২৫ (বাং-২রা চৈত্র ১৪৩২) রবিবার সমিতির গোডাউন প্রাঙ্গনে সকাল ১১.০০ থেকে ৩ টে পযন্ত** অনুষ্ঠিত হবে । উক্ত নির্বাচন সম্পর্কিত বিশদ বিবরন ও নির্বাচনী নিঘন্ট কোনো সদস্য/ভোটার জানতে চাইলে তাকে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হইতেছে। সমিতির সকল সদসগনকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহনের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে । স্বা/- চঞ্চল রায়
১২/০২/২০২৫ সহকারী রিটানিং অফিসার
বীরপুর ফরিদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
শাখা : চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
১১৩/১বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৭৩
ফোন : (০৩৩) ৪০০৮-০৩৭৫
পরিশিষ্ট IV (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সি আর এভিনিউ শাখা** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৯.১০.২০২৪ তারিখে পুনরায় সংবাদপত্রে প্রকাশ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা - শ্রী হরি কৃষান এবং শ্রীমতী সুনীতা চৌধুরি ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৪র্থ তল, বালি, থানা - নিশ্চিন্দা, শশীতলা, জেলা - হাওড়া-৭১১২২৭ আরও সম্পত্তির ঠিকানা শিবম অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৪র্থ তল, বাগেশ্বরী কালীমন্দিরের নিকট, ষষ্ঠীতলা, বালি, হাওড়া - ৭১১২২৭** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **এইচবিএল ১৫,৪০,৫৮১ টাকা (পনের লাখ চল্লিশ হাজার পাঁচশ একাশি টাকা) ২৯.১০.২০২৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ** ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে।
ঋণগ্রহীত/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সি আর এভিনিউ নিকট বকেয়া **এইচবিএল ১৫,৪০,৫৮১ টাকা (পনের লাখ চল্লিশ হাজার পাঁচশ একাশি টাকা) ২৯.১০.২০২৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ।** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ।
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০১, পরিমাণ কমবেশি ৭২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, চতুর্থতলে (লিফট সুবিধা সহ), ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি এবং টয়লেটে নব নির্মিত ভবনে, আরএস দাগ নং ৭৫৬৬, এলআর দাগ নং ২৪৪৭৬, সিএস খতিয়ান নং ৪১৭১, খতিয়ান নং ৮৭১১, জেএল নং ১৪,মৌজা : বালি,থানা : নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা : হাওড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,এবং নির্মিক ভবন চত্বরে জমির অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ, সুবিধা, পরিষেবা, চলাচলের অধিকার সমন্বিত। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা; **দক্ষিণে :** সকলের ব্যবহারের সিঁড়ি; **পূর্বে :** খোলা জায়গা **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং ৩০২।
তারিখ : ০৫.০২.২০২৫, স্থান : কলকাতা স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

EMPLOYMENT NOTICE
TEMPORARY CLERK-CUM ACCOUNTANT FOR SERVICE INSTITUTE AIR FORCE STATION KALAIKUNDA
Air Officer Commanding, Air Force Station Kalaikunda invites sealed applications Forms by **28 Feb 25** up to **1000 h** for the post of **Temporary clerk-cum accountant** for Service Institute at Air Force Station, Kalaikunda. The detailed information is appended below :-
(a) Description and specification of the Post (Temporary) : **Temporary Clerk-Cum Accountant for Service Institute.**
(b) Period and terms of Employment : **For one year only from the date of selection.** Age 20 to 30 Years, Minimum Qualification- 12th Pass and computer course certificate with good typing speed and knowledge in accountancy. Details of terms and conditions specified in application forms.
(C) Cost of Application form : **Rs. 100/- (Non-refundable)**
(d) Place and timing of application forms : Service Institute Office, Air Force Station Kalaikunda, Dist- Paschim Medinipur, West Bengal - 721303 from **12 Feb 25 to 27 Feb 25 (0730 h to 1400 h)** on all working days except closed holidays.
(e) Address of website from where the tender documents could be downloaded : **Not Applicable.**
(f) Places and deadline for receipt of sealed application and documents : **Air Force Station Kalaikunda Main Gate by 1000 h on 28 Feb 25**
(g) Place, time and date for opening of sealed application and selection : **Service Institute, Air Force Station Kalaikunda at 1100 h on 28 Feb 25.**
(h). Date of selection Test & Interview : Service Institute, Air Force Station Kalaikunda at **1100 h on 28 Feb 25, 01 Mar 25 and 03 Mar 25.**
(i). Any other important information : **Payment would be as per minimum wages of west Bengal state Government notification. No TA / DA or any other allowances would be applicable .**
Air Officer Commanding, Air Force Station Kalaikunda

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল)
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৪৮ / ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৩৯
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড,**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দাবি নোটিশ **Ref : IDBI/SARFAESI/MD SAHIDUL ISLAM ২১.০৪.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা মহ শাহিদুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৪,৮৬,৩৮১.০৯ টাকা (চৌত্রিশ লাখ ছিয়াশি হাজার তিনশ একাশি টাকা এবং নয় পয়সা) ০৯.০১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর **৩৪,৮৬,৩৮১.০৯ টাকা (চৌত্রিশ লাখ ছিয়াশি হাজার তিনশ একাশি টাকা এবং নয় পয়সা) ০৯.০১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ, ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ একতলা ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৭৪৪/১, মৌলনা আজাদ রোড চন্দনপুর, জেএল নং ২৮, আরএস নং ১১৯, তৌজি নং ১৪৬, দাগ নং ৩৩৩ এবং ৩২৩ , আরএস খতিয়ান নং ১৩৩, ৫১, ২১৬, এলআর খতিয়ান নং ৫০১, থানা : বারাসত, বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ৭ অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড : ৭০০১২৬, পশ্চিমবঙ্গ, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৮ ১/২ শতক, অবস্থিত মৌজা : চন্দনপুর গ্রাম, পরগনা : আনোয়ারপুর, জেএল নং ২৮, আরএস নং ১১৯, তৌজি নং ১৪৬, দাগ নং ৩৩৩ এবং ৩২৩, আরএস খতিয়ান নং ১৩৩, ৫১, ২১৬, এলআর খতিয়ান নং ৫০১ , হোল্ডিং নং ২৭৪৪/১, মৌলনা আজাদ রোড, থানা : বারাসত, জেলা ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ৭ বারাসত পুরসভা অধীন, জোল উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড : ৭০০১২৬, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রাথমিক বিদ্যালয় **দক্ষিণে :** আবদুল মতলব; **পূর্বে :** রতন বিশ্বাস; **পশ্চিমে :** সড়ক।
তারিখ : ০৭.০২.২০২৫, স্থান : বারাসত স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতা** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে''** ০৪.০৩.২০২৫ **তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ঠাকুরপুকুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১,৪৫,১৫,৭৭০.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ পনের হাজার সাতশ সত্তর টাকা) ১৪.১১.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স অম্বিকা সিডস অ্যান্ড ফার্ম (স্বত্বা. শ্রী সোমনাথ রাজ)** কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স অম্বিকা সিডস অ্যান্ড ফার্ম, স্বত্বাধিকারী : শ্রী সোমনাথ রাজ খ) ঠাকুরপুকুর শাখা।	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, জমির পরিমাণ কমবেশি ৬.৬০ শতক, অবস্থিত মৌজা : বারোয়া গ্রাম, পরগনা : মাগুরা, জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৯২, এলআর দাগ নং ৭৭৭, নস্করপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ৪৫৫৪ থেকে ৪৫৬৫, বিক্রয় দলিল নং ০০৭১৫ -২০১৫ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বজ বজ, তারিখ ১৩.০৩.২০১৫, **সম্পত্তি শ্রী সোমনাথ রাজ,** পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজের নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সোমনাথ রাজের শালি জমি; দক্ষিণে : শতক ভূষণ রাজের শালি জমি;পূর্বে : সোমনাথ রাজের পুকুর; পশ্চিমে : সোমনাথ রাজের ডাঙ্গা জমি। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, জমির পরিমাণ কমবেশি ২৮ শতক, অবস্থিত মৌজা : বারোয়া গ্রাম, পরগনা : মাগুরা, জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, সাবেক খতিয়ান নং ১৭১, এলআর দাগ নং ৭৭৬, ৭৭৭, নস্করপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ২৯২৬ থেকে ২৯৩৯, দলিল নং ০০৫৬৮- ২০১৪ সালের,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বজ বজ, তারিখ ২৮.০২.২০১৪, সম্পত্তি শ্রী সোমনাথ রাজ, পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : সোমনাথ রাজের শালি জমি; দক্ষিণে : যতন প্রামাণিক এর শালি জমি; পূর্বে : পুকুর ; পশ্চিমে : অলোক মন্ডল এর বাস্তু জমি।	**১,৪৫,১৫,৭৭০.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ পনের হাজার সাতশ সত্তর টাকা) ১৪.১১.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ	**সম্পত্তি ১ এবং ২** ক) ৫৪,২৫,০০০.০০ টাকা (*) (চুয়ান্ন লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) খ) ৫,৪২,৫০০.০০ টাকা (পাঁচ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50331761900A ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩
(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৪.০৩.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com
দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **(https://baanknet.com)**এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও
তারিখ- ১০.০২.২০২৫
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব!

বসিরহাটের সাধারণ সম্পাদিকা আক্রান্ত, মারধর, গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে! বসিরহাট জেলার সাধারণ সম্পাদিকা আক্রান্ত, মারধর, গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ। তৃণমূলের পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ। উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ার শিমুলিয়া এলাকার ঘটনা। বাদুড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের। তৃণমূলের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদিকা সিরিয়া পারভিন রাতে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হন। তাঁর গাড়ি আটকে ঘিরে ধরে গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। তাঁকে গাড়ি থেকে টেনে বের করে তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূলেরই আর এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ।

বাদুড়িয়ার যশাইকাঠি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তারিক হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ। যদিও এই বিষয়ে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই যশাইকাটি আটঘরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তারিক হাসান বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছেন উনি সেটা পুরোটাই মিথ্যে। তার কারণ উনিও আমাদের দলেরই একজন নেত্রী। আমিও দলের একজন সৈনিক, আমি কেন ওঁর ওপরে এরকম ভাবে আক্রমণ করব।' পাশাপাশি এটাও বলেন যে, তিনি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সমস্যার সমাধান করতে। তখন সেখানে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ ছিল। তাদেরই সামনে সব ঘটেছে। পুলিশ সব সবকিছু জানে এবং তারাই বলতে পারবে। তাঁর দাবি, 'সিরিয়া পারভিন আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।' পুরো বিষয়টা তদন্ত শুরু করেছে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ।

ট্রেন স্টেশনে ঢুকতেই পাথর ছোড়ায় জানালার কাচ ভেঙে লেগে আহত যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রতিদিন লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করেন বহু মানুষ। লোকাল ট্রেনে এমন অভিজ্ঞতার শিকার হতে হল যাত্রীদের, যা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল আবারও। জানালার কাচ ভেঙে আঘাত লাগল মহিলা যাত্রীর কপালে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্টও করেছেন ওই যাত্রী। যেখানে দেখা যাচ্ছে, জানলার কাচ ভেঙেচুড়ে গিয়েছে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে সিটের ওপর।

অভিযোগকারী যাত্রীর নাম মামন জানা। তিনি জানিয়েছেন, রবিবার রাতে শেষ লোকাল ট্রেনে উঠেছিলেন তিনি। সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন। বর্ধমানের মানকুণ্ডু থেকে আপ বর্ধমান লোকালে চেপেছিলেন মগরা যাওয়ার জন্য। ব্যান্ডেল স্টেশন ছেড়ে যখন ট্রেনটি আদিসপ্তগ্রাম স্টেশনে ঢুকছে, ঠিক তখনই একটা জোরে শব্দ হয়।

মামন জানার অভিযোগ, কেউ বা কারা ওই ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। জানালার পাশেই বসেছিলেন তিনি। পাথরের আঘাতেই ভেঙে যায় কাচ। কাচ ভেঙে লাগে ওই যাত্রীর মাথায়, কিছুটা কেটেও যায়। তবে গায়ে শীতের পোশাক থাকায় শরীরে কাচের টুকরো ঢোকেনি। মগরা স্টেশনে নেমে আরপিএফ-কে বিষয়টি জানান তারা। আরপিএফ তাঁদের পরামর্শ দেন, যাতে তাঁরা হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করান। সেই মতো চিকিৎসা করান ওই যাত্রী। তবে ওই অভিজ্ঞতা ভুলতে পারছেন না যাত্রী। তিনি জানান, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মাঝেমধ্যেই বেশি রাতে বাড়ি ফিরতে হয়। তাই ট্রেনে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে, সেটা খুব ভয়ের বলে মন্তব্য করেন তিনি। যাত্রী বলেন, 'কপাল ভালো বড় কিছু হয়নি। আরপিএফের কাছে গিয়েও খুব একটা সাহায্য পাইনি।'

পূর্ব রেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত জানান, এই ঘটনার বিষয়ে লিখিত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ হলে তার তদন্ত করা হবে।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু প্রৌঢ়ার, অবরোধ বিক্ষোভ গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দোকানে খাদ্য সামগ্রী কিনতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না প্রৌঢ়ার। লরির ধাক্কায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু প্রৌঢ়ার। সেই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হুগলির গোঘাট থানার অন্তর্গত উল্লাসপুর এলাকায়। পুলিশ গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসী। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে উল্লাসপুর এলাকায়।

লরির চালককে পুলিশ আটক করে গাড়িতে তোলার সময় রে রে করে জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে তেড়ে মারতে যাওয়ার চেষ্টা করে চালককে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করতে গেলে প্রথমে পুলিশকে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসী। জানা গেছে, ওই এলাকার মাজেদা বিবি এদিন দোকান থেকে খাদ্য সামগ্রী কিনে বাড়ি ফিরছিলেন এরপর উল্লাসপুর ব্রিজের ওপর লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয়। সেই ঘটনাকে ঘিরেই রীতিমতো উত্তেজনা ছড়ায়।

এলাকার মানুষের দাবি, এলাকায় যে ব্রিজ আছে সরু ব্রিজ যার কারণে বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে, তারা এ বিষয়ে প্রশাসনকে জানিয়েছে কিন্তু ব্রিজ নতুন করে বড় ব্রিজ নির্মাণ এখনও হয়নি। যাতে আগামী দিনে পথ দুর্ঘটনায় কারো প্রাণ না যায়। গোঘাট থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার

করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। পুলিশ এই ঘটনায় লরির চালক ও লরি টিকে আটক করেছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে মৃতের ছেলে সেখ মনতেজ আলি জানান, 'আমার মা মোড়ে বিস্কুট কিনতে গিয়েছিল, সেই সময় বাড়িতে ধাক্কা মারে।' পাশাপাশি এক গ্রামবাসী জানান, 'আমাদের গ্রামের এক মহিলা দোকান যাচ্ছিল ফেরার পথে একটা লরি অ্যাক্সিডেন্ট করে। পিডব্লিউডি রাস্তা করেছে কিন্তু ব্রিজ করেনি। এই ব্রিজ দিয়ে ভয়ে ভয়ে যাতায়াত করতে হয়। গ্রামের ছেলে মেয়েরা স্কুলে এবং টিউশন করতে গেলে আমরা চিন্তায় থাকি।'

বুড়ো পীর সাহেবের মেলায় ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: চিরাচরিত প্রথা এবং ঐতিহ্য মেনে পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের গোপালবেরা অঞ্চলের আঁটিরা গ্রামে চলছে বুড়ো পীর সাহেবের মেলা। প্রতি বছরের মতো এ বছরও এই বাৎসরিক মেলা ঘিরে প্রচুর মানুষজনের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন এই বুড়ো পীর সাহেবের মেলাতে সমবেত হয়েছেন। চার দিনব্যাপী এই উৎসবকে ঘিরে মাতোয়ারা অঞ্চলের বাসিন্দারা। খণ্ডঘোষ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে এমনকি প্রতিবেশী জেলা থেকেও প্রচুর ভক্তরা আসেন । চারদিনব্যাপী আয়োজিত এই বুড়ো পীর সাহেবের মেলা কেন্দ্র করে সত্য পীরের গান, খিচুড়ি ভোগ, পায়েস বিতরণ এছাড়াও অন্যান্য নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই চারদিন ব্যাপী মঙ্গলবার উৎসবের দ্বিতীয় দিন ছিল। এদিন খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করা হয় প্রায় চার হাজার আগত মানুষজনের মধ্যে। মনস্কামনা পূরণের জন্য বুড়ো পীর সাহেবের দরবারে আসেন নানান বয়সী ভক্তরা। বিশ্বাস এবং ভক্তি ভরে পীর সাহেবের পুজোও করেন সকলে। চারদিন ধরে চলে নানান উপাচার অনুষ্ঠান চলে। প্রতিবছরের মতো এবারও পীর সাহেবের মেলা ঘিরে হাজার হাজার মানুষজনের ভিড়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড

CIN: L65993WB1970PLC027781
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৯ম তল), কলকাতা- ৭০০০১৬
টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৮৭ - ৯৩৫৯/৯৩৬০ ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৭ - ২০৪৭
ই-মেল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	৮৮.৬৭	২৬২.৯৬	৮৩.৭৯
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাপূর্ব)	৪১.৪৩	১৩০.৭৫	৯১.৩১
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪১.৪৩	১৩০.৭৫	৯১.৩১
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২৭.১৭	৯৬.৪৮	৭০.৪৫
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	২৭.১৭	৯৬.৪৮	৭০.৪৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মুল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) সমাপ্ত ৩১ মার্চ পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো			
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :			
	১. মৌলিক	০.৫১	১.৮১	১.৩২
	২. মিশ্রিত	০.৫১	১.৮১	১.৩২

দ্রষ্টব্য :

ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১.১২.২০২৪ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ।

খ) ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ - www.bseindia.com, www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcreditltd.com -তেও।

বোর্ডের আদেশক্রমে
(এ. কে. ডাবরিওয়ালা)
স্থান : কলকাতা — চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
তারিখ: ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ — DIN : 00024498

শালিমার ওয়্যারস্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

Shalimar Wires Industries Limited
CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩
টেলি: ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, ফ্যাক্স: ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০
ই-মেল আইডি : kejriwal@shalimarwires.com, ওয়েবসাইট: www.shalimarwires.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২৪) অনিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩০/০৯/২০২৪) অনিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২৩) অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২৪) অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২৩) অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৪) নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,০৮৮.৩৬	৩,০৭৬.৮৮	২,৯৩৪.৭৯	৯,৫৫৮.৯৮	৯,৪২৯.১৫	১২,৮৫০.৩৭
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৩৯.৭৭	২৪.৯৬	(১০৯.৯২)	১৪৫.৯৬	১৫৭.০১	(৫১.১৮)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৩৯.৭৭	২৪.৯৬	(১০৯.৯২)	১৪৫.৯৬	১৫৭.০১	১৪৬.৬২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৩৯.৭৭	২৪.৯৬	(১০৯.৯২)	১৪৫.৯৬	১৫৭.০১	১৪৬.৬২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী)সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়]	৩৯.৭৭	২৪.৯৬	(১০৯.৯২)	১৪৫.৯৬	১৫৭.০১	২০১.৭২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	২,৬৪৩.২৯	২,৬২৮.৪৭	২,২৯১.৮৭	২,৭৪৯.৪৮	২,৫৫৮.৮০	২,৬০৩.৫১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)						
	মৌলিক	০.০৯	০.০৬	(০.২৬)	০.৩৪	০.৩৭	০.৩৪
	মিশ্রিত	০.০৯	০.০৬	(০.২৬)	০.৩৪	০.৩৭	০.৩৪

দ্রষ্টব্য :

১. উপরের ফর্ম্যাট ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ৩য় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। কোম্পানির ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটটি কোম্পানির এবং স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-র ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল খৈতান
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN No. 00385961

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

MINOLTA FINANCE LIMITED

Corporate Identity Number: L65921WB1993PLC057502
Registered Office: Unique Pearl, BL-A, Hatiara, Roy Para, Kolkata, West Bengal, India, 700157
Tel: 033-22485794 | **Email id:** minoltafinance@gmail.com | **Website:** www.mintola.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2024

(₹ In Lacs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			9 Months Ended		Year Ended
		As on 30.12.2024	As on 30.09.2024	As on 31.12.2023	As on 31.12.2024	As on 31.12.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	22.14	23.31	16.74	68.01	52.94	138.26
2.	Total Expenses	19.41	21.99	15.59	62.64	49.27	131.29
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	2.73	1.32	1.16	5.37	3.66	6.97
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	2.73	1.32	1.16	5.37	3.66	5.16
5.	Paid-up Equity Share Capital (FV 10/- each)	999.96	999.96	999.96	999.96	999.96	999.96
	Basic	0.0027	0.0013	0.0012	0.0054	0.0037	0.0052
	Diluted	0.0027	0.0013	0.0012	0.0054	0.0037	0.0052

Note: 1. The Segmental Report for the Quarter as per AS-17 is not applicable for the Quarter.
2. Above results were reviewed by Audit Committee and taken on record by Board of Directors in meeting held on 10th February 2025.
3. Provision for Taxation will be made at the end of the Financial Year.
4. Figures of Previous Year/Quarter/Period has been re casted/regrouped wherever necessary.
5. Statutory Auditors of the Company have carried "Limited Review" for above Results.

The full format is also available on the website of the company i.e. www.mintola.co.in and BSE's and CSE's Website i.e. https://www.bseindia.com and www.cse-india.com.

For Minolta Finance Limited
Sd/-
Arvind Gala
Director
DIN: 02392119

Place : Kolkata
Date : 10.02.2025

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
দূরভাষ: (০৩৩) ২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স (০৩৩) ২২৪৩-০০২১
ইমেল: Jaibalaji@jaibalajigroup.com, ওয়েবসাইট: www.jaibalajigroup.com
CIN: L27102WB1999PLC089755

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড				
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত	
		৩১.১২.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩১.১২.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৫০৩.৯০	১,৫৭৮.৫২	১,৫৬২.৪৩	৪,৮১০.২৩	৪,৬২৭.০৪	৬,৬২৮.৮৭	১,৫০৩.৯০	১,৫৭৮.৫২	১,৫৬২.৪৩	৪,৮১০.২৩	৪,৬২৭.০৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	১৬৯.৬২	২১২.৭৪	২৩৪.৬০	৬৬৯.৬৫	৬০৬.৫৯	৯৬৩.২১	১৬৯.৬২	২১২.৭৪	২৩৪.৬০	৬৬৯.৬৫	৬০৬.৫৯
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১৬৯.৬২	২১২.৭৪	২৩৪.৬০	৬৬৯.৬৫	৬০৬.৫৯	৯৬৩.২১	১৬৯.৬২	২১২.৭৪	২৩৪.৬০	৬৬৯.৬৫	৬০৬.৫৯
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১২০.৪২	১৫৩.১৬	২৩৪.৬০	৪৮২.৪০	৬০৬.৫৯	৮৭৯.৫৬	১২০.৪২	১৫৩.১৬	২৩৪.৬০	৪৮২.৪০	৬০৬.৫৯
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় {সময়কালের জন্য লাভ/ক্ষতি সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (কর পরবর্তী)}	১২০.৪২	১৫৩.১৬	২৩৪.৬০	৪৮২.৪০	৬০৬.৫৯	৮৭৮.৭৫	১২০.৪২	১৫৩.১৬	২৩৪.৬০	৪৮২.৪০	৬০৬.৫৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৮২.৪৫	১৮২.৪৫	১৬০.৪৫	১৮২.৪৫	১৬০.৪৫	১৬৩.৬৫	১৮২.৪৫	১৮২.৪৫	১৬০.৪৫	১৮২.৪৫	১৬০.৪৫
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	১,৩৪০.৪৭	-	-	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ₹ ১০/-) (বার্ষিকীকৃত নয়)											
	(ক) মৌলিক (₹)	১.৩২	১.৬৮	২.৯৪	৫.৪২	৭.৭৭	১১.১৬	১.৩২	১.৬৮	২.৯৪	৫.৪২	৭.৭৭
	(খ) মিশ্রিত (₹)	১.৩২	১.৬৮	২.৬৪	৫.৩৫	৬.৮১	৯.৯৬	১.৩২	১.৬৮	২.৬৪	৫.৩৫	৬.৮১

দ্রষ্টব্য:

ক) উপরোক্ত বিষয়টি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ যথাক্রমে www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

খ) উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১১.০২.২০২৫ তারিখের পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

গ) বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে চলতি সময়কালের রাশির সঙ্গে সমতুল করতে পুনর্সজ্জিত/ পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সঞ্জীব জাজোদিয়া
(হোল-টাইম ডিরেক্টর এবং চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার)
(DIN : 00036339)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

GPT group

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- L70101WB1989PLC047402, ওয়েবসাইট- www.ilshospitals.com
ই-মেল: ghl.cosec@gptgroup.co.in, ফোন- ০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত
১ কার্যাদি থেকে মোট আয়	১০,২২০.৬৬	৩০,৫৬৮.৯২	৯,৬৫৯.১৭
২ নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৭৬১.৯৮	৫,২৯৭.৬৭	১,৫৯৮.৭৫
৩ নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,২২৪.৬১	৩,৭০৩.১৭	১,১৪৭.০০
৪ মোট ব্যাপক আয়	১,২০১.২২	৩,৬৮০.৪৭	১,১৩৯.৯২
৫ ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি	৮,২০৫.৪৮	৮,২০৫.৪৮	৭,৯৯০.৪৩
৬ অন্যান্য ইক্যুইটি			
৭ শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত	১.৪৯*	৪.৫১*	১.৪৪*

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্তটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ilshospitals.com -তেও পাওয়া যাবে।

২. উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
দ্বারিকা প্রসাদ তাঁতিয়া
এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান
DIN: 00001341

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

ম্যাচ গড়াপেটায় যুক্ত থাকার শাস্তি, বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেটারকে ৫ বছর নিষিদ্ধ করল আইসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েক দিন আগে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে। একই অভিযোগে সে দেশের মহিলা ক্রিকেটার সোহেলি আক্তারকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় অফ স্পিনার সোহেলির বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল।

৩৬ বছরের সোহেলির বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ ওঠার পর তদন্ত শুরু করেছিল আইসিসি। তদন্তকারীদের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেন তিনি। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ চলার সময় বাংলাদেশের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে দুই ক্রিকেটারের টেলিফোনের কথোপকথন সম্প্রচার করেছিল। লতা মন্ডল নামে বাংলাদেশের আর এক ক্রিকেটার সোহেলিকে ম্যাচ গড়াপেটার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়।

আইসিসির দুর্নীতি বিরোধী পাঁচটি ধারা ভঙ্গ করেছেন সোহেলি। তার মধ্যে রয়েছে কোনও পক্ষের সঙ্গে চুক্তি করে ম্যাচের ফল প্রভাবিত করা। আন্তর্জাতিক ম্যাচে ইচ্ছে করে খারাপ পারফর্ম করা। ম্যাচের ফল প্রভাবিত করার জন্য অনুরোধ, প্রলোভন দেখানো, প্ররোচিত করার মতো অভিযোগও উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। ম্যাচের ফল প্রভাবিত করার বিনিময়ে কোনও কিছু গ্রহণ করা, ষড়যন্ত্রের অভিযোগও ছিল। গড়াপেটার প্রস্তাব পেয়েও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে না জানানো, তদন্তের কাজ শ্লথ করানোর চেষ্টা এবং প্রমাণ নষ্টের অভিযোগও মেনে নেন সোহেলি।

আইসিসির দেওয়া শাস্তি মেনে নিয়েছেন সোহেলি। গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে তাঁর শাস্তির মেয়াদ। আগামী পাঁচ বছর কোনও ধরনের ক্রিকেটের সঙ্গে কোনও ভাবে যুক্ত থাকতে পারবেন না তিনি। সোহেলিকে নিষিদ্ধ করার বিষয়টি জানানো হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকেও (বিসিবি)। বিসিবির কর্তা এবং বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেট বিভাগের চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদিন বলেছেন, "সোহেলি শাস্তি নেমে নিয়েছেন। তাই আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।" বাংলাদেশের হয়ে দু'টি এক দিনের ম্যাচ এবং ১৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন সোহেলি। ২০১৩ সালে তাঁর অভিষেক হয়।

এনসিসি ইন্টার অফিস ক্রিকেট লিগ নকআউট

টুর্নামেন্টে অন্যদের সঙ্গে হাজির অভিষেক ডালমিয়া।

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে স্তরেরই ক্রিকেট হোক, ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করতে সবসময়ই হাজির থাকেন অভিষেক ডালমিয়া। আন্তর্জাতিক ম্যাচে যেমন যান, তেমনই জেলার ক্রিকেটেও। মঙ্গলবার এনসিসি ইন্টার অফিস ক্রিকেট লিগ নকআউট টুর্নামেন্ট শুরু হল। সেখানেও ছিলেন আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য ও প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। এছাড়াও ছিলেন অফিস স্পোর্টস ফেডারেশনের সদস্যরা। এদিন দুটি ম্যাচ আয়োজিত হয়। একদিকে মুখে মুখি হয় ইস্টার্ন রেলওয়ে হাওড়া বনাম বাটা ইএসসি। অন্যদিকে মুখে মুখি হয় সিইএসসি বনাম অক্সিডেন্ট ফ্যাক্টরি দমদম। দুটি ম্যাচের দুই দলের অধিনায়কদের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন অভিষেক ডালমিয়া। পাশাপাশি দুইদলের ক্রিকেটারদের সাফল্য কামনা করেন তিনি। এদিন দেখা হয় সদ্য অবসর নেওয়া ঋদ্ধিমান সাহার সঙ্গেও। তাঁকেও তাঁর কেরিয়ারের জন্য যেমন শুভেচ্ছা জানান অভিষেক তেমনই আগামী দিনে অন্য ঋদ্ধিকে দেখার জন্য শুভকামনাও জানান তিনি।

ক্রিকেটে মজেছেন এড শিরান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সফরে এসে ক্রিকেটে মজেছেন ব্রিটিশ পপ তারকা এড শিরান। কয়েক দিন আগে পুণেতে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। এ বার ঘুরে দাঁড়িয়ে নেমে পড়লেন মাঠে। রাজস্থান রয়্যালসের দুই ক্রিকেটার রিয়ান পরাগ এবং তুষার দেশপান্ডের সঙ্গে খেলেছেন তিনি।

রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষ সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো ভাগ করে নিয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে। তাতে শিরানকে ক্রিকেট খেলতে দেখা গিয়েছে। রাজস্থানের একটি বিশেষ জার্সি পরে খেলেছেন ব্রিটিশ গায়ক। রাজস্থানের প্রাক্তন অধিনায়ক শেন ওয়ার্নের ২৩ নম্বর জার্সি পরে খেলেছেন তিনি। রাজস্থানের দুই ক্রিকেটার রিয়ান এবং তুষারকে ছাড়াও বেশ কয়েক জন শিক্ষানবিশ ক্রিকেটারকে দেখা গিয়েছে। রিয়ান বেশ কয়েকটি বল করেন শিরানকে। পপ তারকা কয়েকটি বড় শট মেরেছেন।

রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষ জার্সি এবং ব্যাট উপহার দিয়েছেন শিরানকে। ভারত সফরে এসে পুণে, হায়দরাবাদ এবং বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠান করেছেন শিরান। শিলং এবং দিল্লিতে আরও দুটি অনুষ্ঠান রয়েছে তাঁর। শিলং যাওয়ার পথে জিয়াগঞ্জে গায়ক অরিজিৎ সিংহের বাড়িতেও যান তিনি। সেখানেই গায়কের স্কুটিতে চেপে সারা জিয়াগঞ্জ ঘুরে বেড়ান সোমবার বিকালে শিরানকে নিয়ে গঙ্গায় নৌকাবিহার করেন অরিজিৎ। জিয়াগঞ্জের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে লস্যিও খান পপ তারকা।

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title: **NIT No :-NM/PWDT/NIT-069e/2024-2025 TO NM/PWDT/NIT-075e/2024-2025.Tender ID- 2025_MAD_812830_1, 2025_MAD_813313_1, 2025_MAD_813518_1, 2025_MAD_813571_1, 2025_MAD_813599_1, 2025_MAD_813638_1, 2025_MAD_813661_1. Type of Work:**-Construction of Shop Building & Bituminous Work. **Bid Submition End Date:-** 26-02-2025 at 05:00PM. **Bid Open Date:-** 01-03-2025 at 10:00 AM. **N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**

Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

NIT No- 10-TN/EE/B-VI/24-25 তারিখ : ১০.০২.২০২৫

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি-বোরো -৬ অধীনে সিমেন্ট কাজের দ্বারা ২ টি বিভিন্ন সড়কের উন্নয়ন এর জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বোরো -৬/অফিস ওয়েবসাইট https://wbtenders.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২১.০২.২০২৫ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত। টেন্ডার আইডি : **2025_MAD_813618**। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

১৭১(২)/২৪-২৫
১১.০২.২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT
RUDRANAGAR, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT

eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID-2025_ZPHD_813471_1, 2025_ZPHD_814026_1, 2025_ZPHD_814041_1, 2025_ZPHD_814043_1, 2025_ZPHD_814048_1, 2025_ZPHD_814051_1**

Last date of tender dropping **18-02-2025 up to 10 A.M**, and opening date of the tenders **20-02-2025 at 10.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- PRADHAN
RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING TENDER

Memo. No. 3479/RM,
Date – 11.02.2025
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-11e/2023-24 /2nd Call/SL1 & SL2, Tender ID : 2025_MAD_814228_1 & 2. Name of the work: Publication Of Various Construction Work (2 nos) within Ranaghat Municipality. **Last Date Of Submission of Bid : 22.02.2025** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 106/N1GP (NIT No.: WB/BWN/N1. G.P./NIT-12/2024-25), 107/N1GP (NIT No.: WB/BWN/N1. G.P./NIT-13/2024-25) & 108/N1GP (NIT No.: WB/BWN/N1. G.P./NIT-14/2024-25), Date- 11/02/2025** for 06 (Six) nos. scheme under **SBM(G), 15th FC, 5th SFC, 15th FC Tied & Untied Fund.** Bid Submission Start Date: **12.02.2025 from 10:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date: **20.02.2025 up to 10:00 Hrs.** Bid Opening Date (Technical): **22.02.2025 at 12:00 Hrs.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT

Tender No.: KDHM/40/PWD/24-25,
E-Tender ID: 2025_MAD_814570_1
Categories of Work: Repairing, Renovation and Structural protection work and beautification of Rashkhola Ghat. Last date of Submission of Tender **27.02.2025.** Details of notice can be seen at : **www.khardahmunicipality.in** & **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

TENDER NOTICE

The building contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of G+4 Residential Building with 8 Nos. of flats of Saptapadi Co- operative Housing Society Limited, having its Plot at Premises no. 12-0700, Plot No. Plot No-AA-IID/2699, Action Area - IID, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is (7 days gap from the date of publication) at Box T 12/2024-25 of newspaper **EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd.1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata -700001,** The Selection Process is the discretionary part of the society

Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat
Kumarhat, Baruipur, South 24 PGS, 743387
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of different development work(s) under GP area. NIT details given below :- **1. 11/DD-1/2024-25, Date: 11.02.2025, (Sl.- 1-3), 2. 12/DD-1/2024-25, Date: 11.02.2025, (Sl.- 1-3), 3. 13/DD-1/2024-25, Date: 11.02.2025, (Sl.- 1-10), 4. 14/DD-1/2024-25, Date: 11.02.2025, (Sl.- 1),** Date of Publish of Tender: **11.02.2025 from 11.00 AM. (NIT-13,14), 12.02.2025 from 09.00 AM. (NIT-11), 12.02.2025 from 11.00 AM. (NIT-12).** Last Date of Submit: **21.02.2025 up to 04.00 PM.** Date of Opening of Tender: **24.02.2025 at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & ndersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No : WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/BEUP/NIT-36/2024-25** for "Construction of Storm Water Drainage at Darjeepara in Ward No-07 within Krishnanagar Municipality under BEUP. The intending Bidders are requested to visit the website : **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id : **2025_MAD_814227_1**

Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

Repair and Maintenance of Existing Three Storied Old Building Second Floor of Bongaon Kumudini Uchcha Balika Vidyalaya, Bongaon in Ward No-16 Within Bongaon Municipality in The District of North 24 Parganas. Mouza-Bongaon, Jl No-116, Plot No-712 & 707. (Part - B).

Tender reference- WBMAD/NIeT/100/BM/2024-25/PWD
Date: 11.02.2025
Tender ID- 2025_MAD_814232_1

1. Bid Submission Start date: **11.02.2025 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date: **17.02.2025 at 02.00 PM.** 3. End date: **21.02.2025 at 5.00 PM.** 4. Bid opening date: **24.02.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-64 of 2024-2025 Dated 10.02.2025

Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Tender Notice

Sealed tender invited vide NIT No. **14/SGP/SFC/2024-25** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of submission is **14/02/2025 up to 2.00 pm.** Interested agencies may kindly visit office notice board for more details.

Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) HOW/DOMJUR /MAK-II/NIT/38/2024-25, dated 11.02.2025, Fund: 15TH FC.** Bid submission start date: **11.02.2025 at 05.00 PM.** Last date of Bid submission: **18.02.2025 up to 05.00 PM.** Date of opening: **21.02.2025 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/539/24-25 Dated 10.02.2025	Construction of Concrete Road with culvert Near House of Sambhu at Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 5,63,552.00
WBMAD/ULB/ RSM/540/24-25 Dated 10.02.2025	Construction of Concrete Road and Corverd Drain from Carset to Kadarhat Near H/O Dilip Kumar Patra at Tararbagan in Ward No. - 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 8,16,007.00
WBMAD/ULB/ RSM/541/24-25 Dated 10.02.2025	Construction of Concrete Road with culvert at Nikunja House to Gopal Halder house in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,01,792.00
WBMAD/ULB/ RSM/542/24-25 Dated 10.02.2025	Construction of Concrete Road with culvert at Kodalia Musalmanpara Hotah Colony in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 7,97,098.00

Bid Submission end date: **22.02.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 15/EO/2024-25

E-Tenders are invited for 6 nos Civil & Electric works. Bid Submission start- **12/02/2025**, Ends- **28/02/2025** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Barijahatty Gram Panchayat
Barijahatty, Chanditala, Hooghly
Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of the work(s) vide **Memo No.: 50/BGP/2025, 51/BGP/2025, 52/BGP/2025, 54/BGP/2025, 55/BGP/2025, 56/BGP/2025, 57/BGP/2025, 58/BGP/2025 & 59/BGP/2025, Date: 07.02.2025. Fund: 15th FC.** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **On or before 14.02.2025 at 02.00 PM.** Date of Opening of Tender : **17.02.2025 at 10.00 AM.** For details visit undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 244 (2nd Call) / 24-25 and 291 to 298/2024-2025
Dated- 11-02-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civi & Electricall works at Howrah, Burdwan, Bankura, Dakshin Dinajpur and North 24 Parganas District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in.** Bid submission start date- **12-02-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **18-02-2025 and 25-02-2025 upto 3.00 pm**

Date: 11.02.2025 **Sd/- Executive Engineer**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এলআরসি-৩-সিটি_প্লান্বিং, তারিখ ঃ ১০.০২.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া- ৭১১২০৪ কর্তৃক আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** "সব ধরনের এলএইচবি কোচসমূহর সম্পূর্ণ প্লাম্বিং-এর কাজ"। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫,১১,৮৭,২১৩.০৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,০৫,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ দেখা যাবে ঃ www.ireps.gov.in**

MISC-328/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ABRIDGED NIT

On behalf of Herambagopalpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids through etendering process for **Est. Cost. of Rs.1509623/-(Excl.GST&Cess).** vide **NITNo. 28/64/SBMG/NIT/HGP/2025 & 29/65/SBMG/NIT/HGP/2025**, dt.- **12.02.2025.** The last Date of submission of Bids is **04.03.2025 up to 2.00 p.m.** Please visit **https://wbtenders.gov.in** and SDO/BDO/GP Office..

Sd/- Pradhan,
Herambagopalpur GP.

e-TENDER NOTICE

N.I. e.T. No.: 23-2024-25/ 15th F.C. vide Memo No: 67/Bh-I P.S. dated 10/02/2025 has been Published. Details of N.I.e.T will be available at the website: **http://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer,
Bharatpur-I Panchayat Samity
Bharatpur, Murshidabad.

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata - 700144

E-tender: Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Vendor/Contractor for (1) Patient Waiting Room at Bishalakhitala, Canning Road at ward no. 16 under Baruipur Municipality vide e-NIT - **WBMAD/ULB/BM/NIT-17(e)/2024-25 (2nd Call of NIT-23(e)/2023-24),** last date: 19.02.2025 up to 9 AM. Details information may be obtained during office hours 11 AM – 5 PM. Website: wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer,
Baruipur Municipality

E-TENDER NOTICE
DWARKA GRAM PANCHAYAT
DWARKA :: BIRBHUM

INIT NO: e-Tender/22/DGP/2024-25
e-Tender/23/DGP /2024-25
e-Tender/24/DGP /2024-25
e-Tender/25/DGP /2024-25
e-Tender/26/DGP/2024-25
e-Tender/27/DGP/2024-25

E-Tenders are invited for 20 nos civil/ electrical works. Bid Submission start date - **12/02/2025, Ends 20/02/2025.** For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or Office notice Board.

Sd/- PRODHAN
DWARKA GRAM PANCHAYAT

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. T. No. 58/WS/ AMRUT2.0/AMC/24-25 Dt. 10.02.25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-QUOTATION

N.I.E. EQ. No. 44/WS/ Eng/25 Dt. 11-02-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৩৯, তারিখ ১০.০২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪১৪-আর, কাজের নাম ঃ** ১) এবিএসএস-এর অধীনে ডানকুনিতে বারান্দা ও অভ্যন্তর ভাগ সমেত সম্মুখ ভাগের উন্নয়ন সহ একতলা ভবনের সম্পূর্ণকরণের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ, চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল ও পার্কিং এলাকার উন্নয়ন। ২) এবিএসএস-এর অধীনে বালিতে সম্মুখভাগ ও বারান্দার পুনরুন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ, অভ্যন্তর ভাগের কাজ এবং বুকিং অফিসের, শৌচাগার ও ওয়েটিং হল যা বিদ্যমান ভবনে অবস্থিত সেগুলির উন্নয়ন, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার উন্নয়ন। ৩) সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে শেওড়াফুলি স্টেশনে বাণিজ্যিক ভবনের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করার জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ, অভ্যন্তর ভাগ, চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল-এর উন্নয়ন। ৪) সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে চন্দননগর স্টেশনে সম্মুখভাগ ও বারান্দার উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ এবং বুকিং অফিস, শৌচাগার ও ওয়েটিং হলের অভ্যন্তর ভাগের উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। ৫) ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে অম্বিকা কালনা স্টেশনে প্রধান প্রবেশ ভবনের ও দ্বিতীয় প্রবেশ ভবনের একতলায় উন্নয়ন কাজের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ ও সেই সঙ্গে চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল ও পার্কিং এলাকা সমেত সম্মুখ ভাগ ও অভ্যন্তরভাগের উন্নয়ন। ৬) সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে তারকেশ্বরে স্টেশন বিল্ডিং (একতলা) এর সম্প্রসারিত অংশের অবশিষ্ট কাজ এবং ডোম-এর মতো গঠন, স্টেশন বিল্ডিং ও তীর্থযাত্রীদের শেড তৎসহ সামনের অংশ যেখানে বারান্দা অন্তর্ভুক্ত তার উন্নয়ন, সেই সঙ্গে বুকিং অফিস, শৌচাগার ও ওয়েটিং হল যা স্টেশন বিল্ডিং-এ অবস্থিত তার অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং বিদ্যমান স্টেশন বিল্ডিং-এর অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৮৪,৩৯,২৭৯ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,৯২,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০৩.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-594/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই)

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা "২৮/৫৫, এম. এন. সেন রোড, চণ্ডীতলা, কলকাতা-৭০০০৪০ ঠিকানায় মেট্রো রেলওয়ে হাসপাতালের দুর্ঘটনাজনিত পরিষেবা (অর্থাৎ, ০৪ জন ডাক্তার এবং ০৪ জন নার্স কাম অ্যাটেন্ডেন্ট)"-এর জন্য **আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই)** আহ্বান করছে। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ০২ (দুই) বছর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৭,০২,৯৩৯.২২ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা। **নোটিশ বোর্ডের অবস্থান ঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেডিক্যাল অফিসার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা, ২৮/৫৫, এম. এন. সেন রোড, চণ্ডীতলা, কলকাতা-৭০০০৪০-এর অফিসে। **ওয়েব ঠিকানা ঃ** ইওআই বিজ্ঞপ্তি, ইওআই নথি **www.mtp.indianrailways.gov.in**-তে পাওয়া যাচ্ছে।

ইওআই নং. ঃ এমআরটিএস/এমইডি/এইচওএসপি/১০২/সিএস/২৪-২৫

প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেডিক্যাল অফিসার

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, Bhadreswar, PH No- 033-2633-5283

Memo no.- 632 **Notice** **Date : 11.02.2025**

Chairman, Bhadreswar Municipality invites rate for the development **G+4 Storied** commercial with residential building at Tara Math Market, in Dag no-985, J.L. No-12, Khatian No-1633, Mouza-Bhadreswar, At R.B. Avenue Main Road, Ward no-20, Under Bhadreswar Municipality. Last date to submission rate and details will be 20/02/2025 within 4.30 P.M. at Municipal Office. For details please contact to Municipality.

Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

Joynagar Mozilpur Municipal Office
P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal

E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl. No.	Name of Work	NIT No.
1 to 20	CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD IN DIFFERENT WARDS.	WBMAD/ULB/JOYNAGAR-MOZILPUR/ 25/2024-25 SL1 TO 20

Tender ID: **2025_MAD_814182_1 to 20**
Bid submission starting date: **12/02/2025 at 09:00 AM**
Bid submission closing date: **20/02/2025 at 05:30 PM**
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Joynagar Mozilpur Municipality

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028

"DUM DUM MUNICIPALITY HAS published tenders in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to Repair/Renovation/surfacing of different Roads/drains under various wards of Dum Dum Municipality under varied Govt. schemes vide memo no 1197/DDM/GEN/24-25 Dtd 5.2.2025 , Last date for dropping is 15.2.2025 for some tenders and 18.2.2025 for others. Opening shall be on 17.2.2025 & 18.2.2025.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Notice Inviting e-Tender for Screed Concrete Work at 2nd Floor Roof of the Purulia District Office Building of The WBSCARD Bank Ltd. located at Collectorate Compound, Beside DIC Building, P.O. & Dist.- Purulia, Pin – 723101, is invited under **memo no. 2469/Admn./2010 dated February 10, 2025** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_813803_1** from eligible/bonafide and resourceful Contractors / reputed Engineering Firms/Companies/Engineers' Co-operative Societies having adequate credentials. The last date for submission/uploading of Bid through online is **February 26, 2025**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**

February 11, 2025 **Sd/- Managing Director**

Office of The
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat , South 24 pgs
NOTICE INVITING TENDER

S.No	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.)
1	40/15th FC UNTIED/NIT/SPGP/2025	PAITING OF G.P OFFICE BUILDING	Rs 2,42,051.00
2	41/15th FC UNTIED/NIT/SPGP/2025	15th U Construction of Cement Concrete Roads for Community Near House of Kanai Samanta to River Embankment Booth no. 43	Rs 1,25,583.00
3	42/15th FC UNTIED/NIT/SPGP/2025	15th U Construction of Cement Concrete Roads for Community From Masjid to Near House of Jahangir Booth no. 36	Rs 82,828.00
4	43/15th FC UNTIED/NIT/SPGP/2025	15th U Construction of Cement Concrete Roads for Community From Near House of Kamal Shikary to Near House of Kanai Bhandary Booth no. 44	Rs 2,02,732.00
5	44/15th FC UNTIED/NIT/SPGP/2025	15th U Construction of Cement Concrete Roads for Community From Near House of Bharat Samanta to Near House of Srimanta Haldar Booth no. 46	Rs 1,14,496.00

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S N	Particulars	Date & Hours
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	12-02-2025 10.00
2	tender doc. Sales end & bid submission end date & time	12-02-2025 10.00
3	Earnest money depositing end date & time	20-02-2025 11.00
4	Bid opening date & time	24-02-2025 10.00

Sd/- Pradhan,
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

শীতের শেষে অন্যতম গন্তব্য ওড়িশার গোপালপুর

শুধু দূরে নয়, কলকাতা থেকে তুলনামূলক কাছেও অনেক জায়গা ঘুরে নেওয়া যায়। বাঙালির পছন্দের তালিকায় পুরী থাকে বরাবরই। তবে যদি সমুদ্রতীরে ভিড়ভাট্টা এড়িয়ে ঘুরতে চান তা হলে বেছে নিতে পারেন গোপালপুর। গোপালপুর ভ্রমণ মানেই সুনির্মল সমুদ্র সাথে পরিচ্ছন্ন সৈকত, অবসর যাপনের এক্কেবারে আদর্শ স্থান। বিরামহীন ঢেউ, শান্তনীল সাগরপার, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মুগ্ধতা নিয়ে অপেক্ষা করছে সৈকত শহরটি। স্নানবিলাসীদের স্বর্গরাজ্য গোপালপুর। গোপালপুর থেকে ঘুরে নেওয়া যায় নানা স্থান। দু'দিন গোপালপুর থেকে চলে যেতে পারেন রম্ভা, বরকুল, দারিংবাড়িও। রম্ভা, বরকুলে গেলে পাবেন চিল্কার অপার সৌন্দর্য। আর দারিংবাড়ি অপেক্ষা করছে পাহাড়, ঝর্ণা, কফি বাগিচা, এমু ফার্ম নিয়ে। গোপালপুর হল ওড়িশা বা উড়িষ্যার দক্ষিণ অংশে গঞ্জাম জেলার বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি শহর। তীরভাঙ্গা সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন এবং মনোমুগ্ধকর সৈকত গোপালপুর-অন-সিকে ওড়িশার একটি ব্যাস্ত পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করেছে। এখানে দেখার মতো অসংখ্য জায়গা বা করার মতো জিনিস রয়েছে, তবে গোপালপুর গোপালপুর ভ্রমণের আরেকটি বড় পাওনা সমুদ্র সৈকতে প্রজননে আগত পরিযায়ী অলিভ রিডলি কচ্ছপ দেখার অভাবনীয় সুযোগ। এছাড়াও ব্রহ্মপুর বা বেরহামপুর এলাকার তৈরি আচার এবং হাতে বোনা তসর সিল্কের শাড়ির জন্য পরিচিত শহর।

কী ভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে দক্ষিণ ভারতগামী যে কোন ট্রেনের প্রায় সবকটিই থামে ব্রহ্মপুর স্টেশনে। হাওড়া-যশবন্তপুর এক্সপ্রেস্ ধরলে ভোর ৬ টা নাগাদ পৌঁছে যাবেন। বেরহামপুর থেকে গোপালপুরের দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার। পৌঁছানোর জন্য অটোরিকশা নিয়ে যেতে পারেন। নিকটতম বিমানবন্দর হল বিজু পট্টনায়ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যা গোপালপুর থেকে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এছাড়াও কলকাতা থেকে সরাসরি গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। সড়কপথে দূরত্ব ৬১০ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন

গোপালপুরে সমুদ্রের ধারে বিভিন্ন মানের অজস্র হোটেল আছে। সমুদ্রের পারে না হলেও অদূরেই রয়েছে ওড়িশা পর্যটন দফতরের 'পান্থ নিবাস'।

প্রাচীনত্ব আর জনপ্রিয়তায় সেরা কেঁদুলি

ডাঃ শামসুল হক

ঘুরে এলাম মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি জয়দেবের জন্মভূমি কেঁদুলিতে। অজয় নদীর একেবারে তীর ঘেঁষে অতি পবিত্র সেই তীর্থভূমিতে হাজির না হলে বোঝা সম্ভব নয় সেই স্থানের প্রসিদ্ধির কথাও। অজয়ের এক প্রান্তে বর্ধমান জেলা এবং অপর দিকে বীরভূম। এই জেলার কেঁদুলিতেই জন্ম নিয়েছিলেন গীতগোবিন্দ মহাকাব্যের রচয়িতা মহাকবি জয়দেবের।

আবার বাংলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর অত্যন্ত জনপ্রিয় সেই কাব্যমালার যাবতীয় ধারণাও নেওয়া হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা কবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ পদাবলী থেকেই ।

নিজ প্রতিভা এবং কর্মকাণ্ডে গুণে একটা সময় রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার সভাকবিও মনোনীত হয়েছিলেন তিনি। সেইসময় রাজার দরবারে যে পাঁচজন সভাকবি ছিলেন কবি জয়দেব ছাড়াও অন্যান্যরা হলেন গোবর্ধন, উমাপতি ধর , আচার্য এবং ধোয়ী। আর সকলকে টপকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন রাজার মণিও ।

কেঁদুলি গ্ াম আগে পরিচিত ছিল কেন্দুবিল্ব নামেই। আস্তে আস্তে বদলে গেছে তার নাম । একসময় কেঁদুলিই হয়ে উঠেছিল তার চলতি নাম। এখানে এখন ঘুরলে দেখা মিলবে বেশ কয়েকটা মন্দির এবং আশ্রমেরও। আর সেই কারণেই কবির এই জন্মস্থান এখন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে অতি বিখ্যাত একটা তীর্থস্থান হিসেবেও।

একসময় কবি জয়দেব এখানে স্থাপন করেছিলেন রাধা মাধবের মন্দির। বর্ধমান রাজদরবারের মহারাণী ব্রজকিশোরী দেবী ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন রাধা বিনোদ মন্দির। তার অনেক পরে সেখানে স্থাপিত হয় একটা আশ্রমও। সেটা ১৮৬০ সালের কথা। প্রয়োজনের তাগিদেই তৈরি করা হয়েছিল সেই আশ্রমের। পরে সেখানে তৈরি করা হয় রাধাবল্লভ মন্দির।

কেঁদুলির মন্দির বা আশ্রম তৎসহ অন্যান্য দর্শণীয় স্থান ছড়াও প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে পরপর তিনদিন যে বিশাল মেলার আয়োজন করা হয় ইতিহাসের পাতায় সেটাও ভীষণ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। শীতের অতি ঐতিহ্যবাহী সেই আয়োজন বাংলার নিজস্ব শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গেও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলছে দীর্ঘ চারশত বছর ধরেই। আর এই মেলা প্রাঙ্গণে লক্ষ লক্ষ দর্শকের সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি সেটা হল , জাফরাণি পোশাকে সুসজ্জিত বাউল শিল্পীদের নৃত্যের তালে তালে গান পরিবেশন করা এবং সেইসঙ্গে হরেক ধরণের বাদ্যযন্ত্রের সুকৌশল সম্পাদনায় গানের জগতটাকে এবং সেইসঙ্গে সমগ্ পরিবেশটাকে আরও মধুময় করে তোলাও ।

কাপড়ের উপর হরেক রকমের কারুকার্য এবং সেইসঙ্গে পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও সেই মেলার অন্যতম এক আকর্ষণ ও হয়ে ওঠে। সেইসময় সমগ্র মন্দির চত্বর, তার চতুর্দিকের পথঘাট এমনকি অলিগলিও সেজে ওঠে একেবারে নতুন সাজেই। কাছাকাছি ফুটবল মাঠ ও সরগরম হয়ে নানান ধরণের দোকান এবং দোকানদারদের মিছিলেও। সেইসময় অজয় নদীর জল প্রায় শুকিয়ে যাওয়ার মতোই হয়ে ওঠে। কিন্তু তার জন্য মেলা কর্তৃপক্ষ ও চুপচাপ বসে থাকেন না। কারণ সেই নদীর জলে মকর সংক্রান্তির দিনে পূণ্যস্নান সেরেই সকলে হাজির হন মেলা প্রাঙ্গণে। তাই প্রয়োজন বোধ করল মাটি খুঁড়ে স্থানের মতো জলের যোগান দেওয়ার চেষ্টাও করেন তাঁরা।

তিন শতাধিক আখড়া তৈরি করা হয় সমগ্র মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে। সন্ধ্যার পর থেকেই সেখানে শুরু হয় বাউল গান এবং কীর্তনও। চলে সারারাত ধরেই। পূণ্যার্থীদের শরীর ও স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই সেইসময় মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় বিশেষ মেডিকেল ক্যাম্পেরও।

কেঁদুলির এই পবিত্র ভূমি শান্তিনিকেতনের অনেক কাছাকাছি হ ওয়ার কারণে বিখ্যাত সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক গুণীজনদেরও অতি আকর্ষণীয় স্থান ছিল এই কেঁদুলিই। শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ তো সময় পেলেই এই মন্দির চত্বরে ছুটে আসতেন। অনেক ছবিও তিনি এঁকেছেন সেখানে। আসতেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ও। এমনকি পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ এবং ভারতরত্ন সম্মানে সম্মানিত বিখ্যাত বাঙালি, শান্তিনিকেতনই ছিল যাঁর নিজস্ব ঘরসংসার সেই নন্দলাল বসু সহ আরও অনেক গুণীজনদেরও হাজির হতে দেখা গেছে সেখানে। তাই প্রাচীনত্ব এবং জনপ্রিয়তার নিরিখেই ইতিহাসের পাতায় দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে কেঁদুলির প্রসিদ্ধিও।

ভ্রমণবিলাসী বাঙালির সেকাল একাল

স্বপনকুমার মণ্ডল

গত সপ্তাহের শেষাংশ

বিচিত্র অভিজ্ঞতা পাইয়ে দেবার ক্ষেত্রেও ভ্রমণসাহিত্যের আবেদন সরব হয়ে ওঠে । এজন্য প্রথম থেকেই দেশবিদেশের অভিজ্ঞতার আলোয় বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের বিস্তারের ধারা আজও অব্যাহত । বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ধারায় তারই পরিচয় নানাভাবে উঠে এসেছে । অন্যদিকে উপন্যাসের নামকরণের সঙ্গে 'ভ্রমণ' শব্দের সংযোগ নানাভাবেই উঠে এসেছে । সেখানেও চলমান জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার আস্বাদ বয়ে আনে । অথচ তার সঙ্গে ভ্রমণসাহিত্যের কোনো যোগ নেই । যেমন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের 'দুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ'(১৮৫৮) বা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত'(১৯১৭) উপন্যাসের প্রথম নামকরণ 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' প্রভৃতি । সেদিক থেকে ভ্রমণের বহুমাত্রিক চেতনা নানাভাবেই মননের সহচর হয়ে উঠেছে ।

বাঙালি যত ভ্রমণকে আপন করে যাপন করায় সক্রিয় হয়েছে, ততই তার ভ্রমণের বৃত্তান্ত বা কাহিনি সাহিত্যের আধারে বর্ণরঙিন হয়ে উঠেছে । ঘরকুনো বাঙালিও পর্যটকের দৃষ্টি মেলে, ডানা মেলার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে ওঠে । সেখানে পর্যটন শিল্পেও শিল্পী হওয়াটা ছিল সময়ের অপেক্ষা । অনুকরণপ্রিয় বাঙালি পাহাড়-পর্বত থেকে সাগর-দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে তার ভ্রমণক্ষেত্র । ছুটি পেলেই ছোটা । সেখানে ভ্রমণপিপাসু বাঙালির কাছে ভ্রমণের গাইডবুক যেভাবে বেড়েছে, তেমনই তার সাহিত্যসঙ্গীও আন্তরিক হয়েই ওঠেনি, জনপ্রিয়ও হয়েছে। ভ্রমণসঙ্গীর সঙ্গে মানসভ্রমণের আয়োজন সমান সক্রিয় । অবশ্য ভ্রমণসাহিত্যের মধ্যেও সেই অচেনা-অজানার প্রতি আগ্রহই উপজীব্য হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে তীর্থদর্শনের পাশাপাশি অজানা খনির পরশমণিও জায়গা করে নিয়েছে । শুধুমাত্র হিমালয়কে নিয়েই পুণ্যকামী বাঙালির দরবারে অসংখ্য ভ্রমণসাহিত্য উঠে এসেছে । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হিমালয় ভ্রমণ' বিষয়ক রচনাদি থেকে স্বামী রামানন্দ ভারতীর 'কৈলাস ও মানস সরোবর'(১৮৯৮), জলধর সেনের 'হিমালয়'(১৯০০), প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'হিমালয় পারে কৈলাস ও মানসযাত্রা'(১৯৩৪), প্রবোধকুমার সান্যালের 'দেবাত্মা হিমালয়'(১৯৫৫), উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাবতরণ'(১৯৭৭), 'হিমালয়ের পথে পথে' প্রভৃতি তার বনেদি আয়োজন । শুধু তাই নয়, অনেকেই একক ভাবেই হিমালয় ভ্রমণের কথা নানাভাবে তুলে ধরেছেন । জলধর সেনই হিমালয়কে নিয়ে অসংখ্য ভ্রমণের বই লিখেছেন । যেমন, 'প্রবাসচিত্র'(১৯০০), 'পথিক'(১৯০১), 'হিমাচল বক্ষে'(১৯০৪) প্রভৃতি । অন্যদিকে সেই হিমালয়ের ভ্রমণকথা লিখতে গিয়েই চৌত্রিশ বছরের প্রবোধকুমার সান্যালই তাঁর তীব্র সাড়াজাগানো ভ্রমণকাহিনি 'মহাপ্রস্থানের পথে'(১৯৩৪)-র মধ্যে তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য অলক্ষ্যে জানিয়ে দেন, 'আপনারা সবাই এসেচেন তীর্থে, আমি এসেছি বেড়াতে ।' উল্লেখ্য, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রবোধকুমার সান্যালের প্রকাশমাত্রেই জনপ্রিয় বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, সুভাষচন্দ্র বসু মতো অনেকেই লেখকের ব্যতিক্রমী ভ্রমণকাহিনিতে সাহিত্যের আস্বাদে প্রশংসায় মুখর হয়েছেন । আসলে সেখানে তীর্থদর্শনের মোহে আচ্ছন্ন না হয়ে লেখক তাঁর ভ্রমণকে কল্পনার মাধ্যমে আরও উপাদেয় করে তুলেছেন । সেই ধারাই ক্রমে সম্প্রসারিত হয়েছে নানাভাবে, নানা রঙে । তীর্থভ্রমণের সঙ্গে গল্পের অপূর্ব সমন্বয়ে অবধূতের(দুলাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কালিকানন্দ অবধূত থেকে) 'মরুতীর্থ হিংলাজ'(১৯৫৪), কালকূটের(সমরেশ বসু) 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'(১৯৫৪), শঙ্কু মহারাজের (জ্যোতির্ময় ঘোষ দস্তিদার ও কমলকুমার গুহ'র ডাকনাম 'শঙ্কু' ও 'মহারাজ' মিলিয়ে) 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'(১৯৬১) অভিনব আস্বাদ বয়ে আনে । শুধু তাই নয়, প্রবোধকুমার সান্যাল, অবধূত, শঙ্কু মহারাজ(কমলকুমার গুহ নয়, শুধু জ্যোতির্ময় ঘোষ দস্তিদার), উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা কালকূট ছদ্মনামে সমরেশ বসু প্রমুখের মতো অনেকেই আজীবন তাঁদের ভ্রমণসাহিত্যের ধারায় নিমগ্ন থাকায় বাংলা ভ্রমণসাহিত্যই স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে ।

অন্যদিকে দেশদেশান্তরে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও নানাভাবে উপাদেয় হয়ে উঠেছে । সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ', কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা'১৮৯১) স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে'(১৯৪৯), অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে'(১৯২৭), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ইউরোপ ১৯৩৮', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আভিযাত্রিক'(১৯৪১), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মস্কোতে কয়েকদিন', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি', 'দুয়ার হতে অদূরে', সুরেশচন্দ্র সাহার জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় লেখা 'চেরি ফুলের দেশে', দেবেশ দাসের 'ইউরোপা', রামনাথ বিশ্বাসের 'লাল চীন', মনোজ বসুর 'চীন দেখে এলাম', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছবির দেশে কবিতার দেশে' প্রভৃতির পাশাপাশি গৌরকিশোর ঘোষের 'নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি' বা বীরেন্দ্রনাথ সরকারের 'রহস্যময় রূপকুণ্ড' প্রভৃতির মধ্যে পর্বত অভিযানের কথা উঠে এসেছে । আবার সুবোধ চক্রবর্তীর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণকথাই রমণীয় হয়ে উঠেছে তাঁর ২৪খণ্ডে প্রকাশিত 'রম্যানি বীক্ষ্য'-এ । আবার যাযাবরে'র (বিনয় মুখোপাধ্যায়) 'দৃষ্টিপাত'(১৯৪৬), রঞ্জনে'র (নিরঞ্জন মজুমদার) 'শীতে উপেক্ষিতা'(১৯৪৮) ভ্রমণসাহিত্যে অভিনব আস্বাদ বয়ে আনে । শুধু স্থানিক ভ্রমণেই নয়, মানসভ্রমণেও বাংলা ভ্রমণসাহিত্য ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে । বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়'(১৯৩৮) থেকে সমরেশ বসুর 'কালকূট' ছদ্মনামে লেখা 'শাম্ব'(১৯৭৮) তার স্মরণীয় সংযোজন । সেদিক থেকে বিচিত্র শাখায় পল্লবিত বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আপনাতেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে । তাঁর আশি বছর তিন মাসের সুদীর্ঘ জীবনে দেশবিদেশের ভ্রমণ শুধু নিবিড়তা লাভ করেনি, আজীবন সমান সক্রিয় ছিল । রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলা থেকেই পায়ে সর্ষে । আজীবন ছুটে চলেছেন । সেখানে তাঁর সহজাত প্রকৃতিতেই 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী' মনের অধিকারী । শুধু তাই নয়, তা তাঁর প্রকাশের তীব্রতায় নানাভাবেই প্রকাশমুখর । সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাম্যজীবনের পরিচয়ে তাঁর ভ্রমণসাহিত্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম । অথচ তার মধ্যেও তাঁর ভ্রমণসাহিত্যিক প্রকৃতি চিরসবুজ, সাধারণে অসাধারণ, প্রাচুর্যে অতুলনীয়, বহুমুখী বিস্তারে আজীবন রূপদক্ষ শিল্পীর পবিত্র অসন্তোষ ও সব পেয়েছি দেশের হাতছানির পরশ আন্তরিক হয়ে ওঠে । অথচ তাঁর সেই ভ্রামণিক পরিচয় আজও মেঘে ঢাকা তারা, অধরা মাধুরী ।